* প্রকাশ করেছেন
বাণী মল্লিক

* ছেপেছেন
শ্রী সৌম্যেন মল্লিক
নতুন খবর প্রেস
১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

* প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
তপব্রত মজুমদার

* পরিবেশন স্বত্ব
ইয়ং পাবলিশার্স
১৬।১৭, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

বাঙ্‌লা দেশের সৌখীন মঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের

উদ্দেশে—

বছর দশেক আগে Agatha ChJistie রচিত Philomel Cottage নামক গল্পটি পড়েছিলাম। গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—'A perfect murder by Psycholgical means'—এবং এই গল্পটির মূল বক্তব্য নিয়েই 'ডার্করুম' নাটকটি রচিত।

নাটক রচনার প্রেরণা দিয়েছিলেন বন্ধুবর সু-অভিনেতা দানী দাশগুপ্ত। তিনি তখন আর্টিষ্ট ব্যুরো নামক একটি বিশিষ্ট সৌখীন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক—আমি সভাপতি। সম্পাদক বল্লেন, একটি 'ক্রাইম্ ড্রামা' লিখুন। বলা বাহুল্য আমি লিখলাম এবং 'ডার্করুম' এই নাটক মহা-সমারোহে রঙমহলে অভিনীত হোলো।

বাঙলা সাহিত্যে অপরাধমূলক কাহিনীর অভাব এখনও রয়েছে। এ জাতীয় সাহিত্য যতটুকু রচিত হয়েছে তার মধ্যে মৌলিক রচনা খুব বেশী নেই। এখনও পাশ্চাত্য Crime Literature-ই আমাদের আদর্শ, একথা অস্বীকার করা কঠিন।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই 'ডার্করুম' কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে দুবার এবং ক'লকাতা ও মফঃস্বলের বহু সৌখীন সম্প্রদায় কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। বহু অভিনয় আমি নিজে দেখেছি এবং সেই দেখার ফলেই নাটকটি ছেপে বার ক'রবার সাহসী হয়েছি

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। নইলে, একথা আমার অজানা নেই যে নাটক বাঙলা দেশে বিক্রী হয় না। নাটক দৃশ্যকাব্য—জনসাধারণ নাটকের অভিনয় দেখতে চান, নাটক কিনে পড়তে চান না।

এ নাটক প্রকাশ করার আর একটি কারণ 'নতুন খবরে'র সম্পাদক বন্ধুবর ধীরেন মল্লিকের অকৃত্রিম উৎসাহ। বই বাজারে না কেটে পোকায় কাটবে একথা জেনেও দায়িত্ব নিয়েছেন—তাঁর অদৃষ্টে কি আছে জানি না।

'ডার্করুম' প্রকাশনার নেপথ্যে আর একজনও আছেন—তাঁর কথা উল্লেখ করা দরকার। তিনি অক্ষর-শিল্পী শ্রী দুলাল চন্দ্র ভূঁঞ্যা—মুদ্রণ ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও যত্নের কথা আমার মনে থাকবে।

মোট কথা, আমি নাটক লিখেছি—এঁরা ছেপেছেন ; এখন নাট্য রসিক যারা তাঁরা একে কিভাবে নেবেন তা নিয়ে অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই। আর একটি কথা। আমার সমস্ত সাহিত্য প্রচেষ্টায় যাঁরা প্রচণ্ড উৎসাহ এবং আমার সমস্ত লেখাই যাঁর বিস্ময়কর রূপে ভালো লাগে তাঁর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি। তিনি শ্রীমতী অনীতা সেন—কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার ধন্যবাদের সম্পর্ক নয় বলেই সে কাজে বিরত থাকলাম।

শ্রী মুরারি মোহন সেন

চরিত্র লিপি

বিনায়ক……	সম্ভ্রান্ত যুবক
পান্নালাল……	?
শিবনাথ……	বিনায়কের ভূতপূর্ব্ব সহচর
শম্ভু……	বিনায়কের বর্ত্তমান সহচর
নিতাই……	বিনায়কের ভৃত্য
বিশ্বজিৎ……	মধুকুঞ্জের প্রহরী ও বিনায়কের পার্শ্বচর
চন্দ্রশেখর……	?
অরুণ } অশোক } ……	তরুণ গোয়েন্দা
শঙ্কর……	পান্নালালের বন্ধু
জগদীশ……	মধুকুঞ্জের মালিক (বাড়ীওয়ালা)
জনৈক গুণ্ডা……	?
মিঃ সিন্‌হা……	শিক্ষিত মাতাল
সেনসাহেব……	ব্যারন্‌স বারের মালিক
হোটেল বয়……	
সুমিত্রা……	বিনায়কের স্ত্রী
সোনিয়া……	পান্নালালের স্ত্রী
মিতালী……	শম্ভুর মেয়ে
বুলবুল……	হোটেল গার্ল

—প্রথম অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য

[প্রথম দিন বৈকাল। মধুকুঞ্জ—সামনে পথ। বিনায়ক ও জগদীশ ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। জগদীশ তালা খুলিল—দুইজনে ভিতরে প্রবেশ করিল।

সঙ্গে সঙ্গে একটি গুণ্ডা প্রকৃতির লোক পথে আসিয়া দাঁড়াইল—মনে হইল, সে পূর্ব্ববর্ত্তী দুইজনকে অলক্ষ্যে অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। সে অট্টালিকার সামনে চাহিল—চকিতচক্ষে চাহিয়া সে অপসৃত হইল। এর পর ঢুকিল বিশ্বজিৎ—পূর্ব্ববর্ত্তী লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া সে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ নীরবতা;

জগদীশ ও বিনায়ক বাহির হইয়া আসিল। জগদীশ তালা বন্ধ করিল—তারপর দুইজনে সিঁড়ি দিয়া পথে নামিয়া আসিল।]

জগদীশ : বাড়ীটা আমি সখ করেই করেছিলাম...কোন দিক দিয়েই অর্থ ব্যয়ের কার্পণ্য করিনি। সে যাক...আপনার পছন্দ হয়েছে তো?

বিনায়ক : পছন্দ না হবার কথা নয়। আমার স্ত্রীও এসেছিলেন কাল, তার তো খুবই ভালো লেগেচে। আর না লাগলেই বা কি, মাত্র ত তিন দিনের ব্যাপার! তা দেখুন! ছাদের ওপরে একটা ছোট ঘর রয়েছে দেখলাম—কই, সেটা তো খুলে দেখালেন না!

জগদীশ : সে ঘর দেখবার মতো নয় বিনায়কবাবু...আগে ওটা ছিল ঠাকুর ঘর...জানালা একটাও নেই, শুধু একটি মাত্র দরজা; এখন আর ব্যবহার করা হয় না।

বিনায়ক : ঘরটা আমার কাজে লাগবে। [হাসিয়া] অ্যামেচার ফটোগ্রাফির বাতিক আছে আমার...ওটা হবে আমার ডার্করুম।

জগদীশ : আপনার যেমন ইচ্ছে।...আজকেই আসচেন তো?

বিনায়ক : আজ্ঞে না। বাড়ীটাকে সুবিধে মতো একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। আমি আসবো কাল বিকেলে। অবশ্য, মালপত্র সব আজই এসে যাবে। দেখুন, টাকা নিয়ে আমি কোন গোলমাল রাখতে চাই না। তিনদিনের তিনশো টাকা...

জগদীশ : আজকেই দেবেন? তা দিন, ও হাঙ্গামা চুকিয়ে দেওয়াই ভাল।

[বিনায়ক পকেট হইতে একশো টাকার তিনখানি নোট বাহির করিয়া দিল।]

ধন্যবাদ! রসিদটা আমি পরে পাঠিয়ে দেব। পরশু সকালে একবার আসব...নির্জ্জন বনপথে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন না।—ঝড় আসবে বলে মনে হচ্ছে। নমস্কার!]

বিনায়ক : নমস্কার !

[জগদীশ চলিয়া গেল, বিনায়ক তার গমন পথের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল তাহার পর একটি সিগারেট ধরাইল ! পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিল পূর্ব্বোক্ত গুণ্ডা······ হাতে ছোরা। অতি সন্তর্পণে সে পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল ; পদশব্দে বিনায়ক ফিরিয়া চাহিতেই আগন্তুক কহিল···]

আগন্তুক : পকেটে যা আছে ফেলে দিন্···

বিনায়ক : পকেটে কিচ্ছু নেই।

আগন্তুক : মিথ্যে কথা। কি আছে বার করুন।

[আগন্তুক বিনায়কের হাত চাপিয়া ধরিল এবং আঘাত করিবার জন্য ছোরা তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে গুলির শব্দ হইল···লোকটা আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল। প্রবেশ করিল বিশ্বজিৎ···পরণে পায়জামা···কাঁধে ব্যাগ]

বিশ্বজিৎ : সরে যান এখান থেকে—এই মুহূর্ত্তে !

বিনায়ক : খুন করলে তুমি আর সরে যেতে হবে আমাকে ! That's funny ! [বিশ্বজিৎ হাসিল]

বিশ্বজিৎ : আমি খুন করেছি বলেইত' সরে যাবার সুবিধেটা পাচ্ছেন। কিন্তু মরে গেছে নাকি লোকটা !

[বিশ্বজিৎ লোকটার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আগন্তুক হঠাৎ ছোরাখানি

বিশ্বজিতের বাহুমূলে বিদ্ধ করিল। মুখ বিকৃত
করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল বিশ্বজিৎ……ছোরা
টানিয়া ফেলিয়া ক্ষতস্থান চাপিয়া ধরিল]

পাকা খেলোয়াড়! দেখেছেন, কি দশা করেছে? আচ্ছা, আপনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখুন…দৃশ্যটা মন্দ লাগবে না। নমস্কার…

[যাইতে উদ্যত হইল…বিনায়ক ডাকিল]

বিনায়ক : দাঁড়াও! একটা লোককে খুন করে বুক ফুলিয়ে চলে যাচ্ছ… তোমার পরিচয়? কে তুমি?

বিশ্বজিৎ : আমার পরিচয়ে আপনার লাভ? তাছাড়া, হত্যার মধ্যে লজ্জার কি আছে যে বুক দমে যাবে। আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল লোকটা …অথচ একদিন ছিল আমার অনুগত শিষ্য! বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু…একে অপরাধ বলে আমি স্বীকার করি না।

বিনায়ক : বাজে কথা রাখো…পরিচয় দাও…নইলে পুলিশ ডাকবো।

[বিশ্বজিৎ ফিরিয়া আসিল]

বিশ্বজিৎ : ডাকুন! [কিছুক্ষণ কেহ কথা কহিল না] কিন্তু ডাকবেন কেন? আপনার প্রাণ রক্ষা করেছি বলে? একদিকে শত্রুবধ অন্যদিকে একজন নিরীহ পথচারীর জীবন রক্ষা—

বিনায়ক : আত্মরক্ষা আমি করতে জানি! রক্ষা কবচ আমার সঙ্গেই থাকে।

[বিনায়ক রিভলবার বাহির করিয়া দেখাইল,
বিশ্বজিৎ হাসিল]

তবু তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ একথা অস্বীকার করি না—

বিশ্বজিৎ : যাক্, এতক্ষণে একটা কৃতজ্ঞতার বাণী শোনা গেল। আশা করতে পারি, আমার কোনো ক্ষতি আপনি করবেন না?

বিনায়ক : আশা ব্যর্থ হবে না, যদি সত্য পরিচয় দাও।

বিশ্বজিৎ : অব্যর্থ সন্ধানী খুনী বিশ্বজিতের নাম শোনেন নি ? অন্ধকারে যার চোখ হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে—

বিনায়ক : তুমি বিশ্বজিৎ ? শুনেছিলাম, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আসামী বিশ্বজিতের জেলেই মৃত্যু হয়েছে ?

বিশ্বজিৎ : ভুল শুনেছিলেন। কিন্তু লাস সামনে রেখে এই নিভৃত আলাপ —চুপ ? কে আসছে—

[ক্ষিপ্রহস্তে বিশ্বজিৎ বেশ পরিবর্ত্তন করিল। হাতের ঝোলা হইতে একটি টুপী বাহির করিয়া মাথায় পরিল, একটি লুঙি কোমর হইতে ঝুলিয়া পায়জামা ঢাকিয়া ফেলিল। চলিয়া—যাইবে এমন সময়]

বিনায়ক : তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার বিশ্বজিৎ।

বিশ্বজিৎ : কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে অবাঞ্ছিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। মনে রাখবেন, আপনার সামনে মৃতদেহ আর পকেটে রক্ষা কবচ !

[বিশ্বজিৎ অগ্রসর হইল]

বিনায়ক : কোথায় দেখা হবে বল্লে না ?

[বিশ্বজিৎ মুহূর্ত্ত ভাবিল—তারপর]

বিশ্বজিৎ : আপনিই বলুন—

বিনায়ক : আজ সন্ধ্যা সাতটায় 'ব্যারনস্ বার' ! চেনতো ?

বিশ্বজিৎ : খুঁজে নেবো।

[বিশ্বজিৎ চলিয়া গেল। বিনায়ক কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মৃতদেহের নিকট আসিল

এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তারপর চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল—কিন্তু আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিল।
বিনায়ক ক্যামেরা বাহির করিয়া চট্ করিয়া মৃতব্যক্তির একটি ফটো তুলিয়া লইল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল]

— দ্বিতীয় দৃশ্য —

[প্রথম দিন সন্ধ্যা।—

থ্যারন্‌স্ বার। হোটেল গার্ল বুলবুলের নৃত্য চলিতেছে। আলো ঝলমল কক্ষে কয়েকটি টেবিল পাতা। জনকয়েক উপবিষ্ট—বয় আসিয়া পাত্রে মদ ঢালিয়া দিয়া যাইতেছে। বারের মালিক সেন-সাহেব দূরে বসিয়া তদারক করছেন। বুলবুলের নৃত্য চলিতেছে এমন সময় ঘরে ঢুকিল শিবনাথ… মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি…কপালে একটি কাটা দাগ। লোকটি খোঁড়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে একবার চারিদিকে চাহিল।

কাহাকে যেন সে খুঁজিতেছে। ঘরে ঢুকিল বিশ্বজিৎ। বিশ্বজিৎ ধীরে ধীরে আসিয়া আসনে বসিল—শিবনাথ দেখিল...দেখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। এইবার বুলবুল নাচিতে নাচিতে কক্ষ হইতে অদৃশ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যুবক প্রবেশ করিল—নাম অশোক। সেনসাহেবকে সম্বোধন করিয়া কহিল—]

অশোক: দেখুন, তিনদিন আগে এখানে এক ভদ্রলোকের আসবার কথা ছিল—

সেনসাহেব: অনেকেই তো এসে থাকেন, আবার চলেও যান। নাম কি বলুন।

অশোক: অরুণ মিত্র...লক্ষ্ণৌ থেকে—

সেনসাহেব: দোতলায় আমাদের হোটেল—রুম নাম্বার ফিফ্‌টি ফোর। আসুন আমার সঙ্গে।

অশোক: অরুণবাবু যে ঘরে আছেন সেই ঘরেই আমার জন্যে একটা সীট চাই। আমিও এসেছি লক্ষ্ণৌ থেকে...তার বন্ধু!

সেনসাহেব: বন্ধু না হলেও সীট পেতে অসুবিধে হবে না। অরুণবাবু বাইরে গেছেন, এক্ষুণি ফিরবেন। ততক্ষণ বিশ্রাম করবেন...চলুন—

[সেনসাহেব অশোককে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কিছুক্ষণ নীরবতা। শিবনাথ অতি সন্তর্পণে আবার ঘরে প্রবেশ করিল। একবার চারিদিকে চাহিয়া বিশ্বজিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বজিৎ ঘাড় নীচু করিয়া পেগে চুমুক দিতেছে।]

শিবনাথ : দেখুন!

[বিশ্বজিৎ ঘাড় তুলিল—]

বিশ্বজিৎ : হোটেলের ম্যানেজার আমি নই।

শিবনাথ : ও!

[শিবনাথ বসিল। সেনসাহেব আসিলেন। শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।]

আপনিই বুঝি ম্যানেজার?

সেনসাহেব : হ্যাঁ। কি চাই!

শিবনাথ : আজ্ঞে, পরশ পাথর! ক্ষ্যাপার মত খুঁজে বেড়াচ্ছি। (মৃদুকণ্ঠে) পান্নালাল এসেছিল?

সেনসাহেব : পান্নালাল? কই, না!

শিবনাথ : তাহলে এখন আর আসে না। আগে আসতো, এখানে অনেকদিন এক টেবিলে বসে···অবশ্য, তখন আপনি ছিলেন না।

সেনসাহেব : কিন্তু এখন তো আছি। অযত্ন হবে না। কি দেব বলুন। হুইস্কি?

শিবনাথ : না-না, ওসব চাই না। আমি পান্নালালকে চাই। আচ্ছা—

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিয়া গেল।]

সেনসাহেব : হুইস্কি চাই না, পান্নালালকে চাই! যেন হুইস্কি চাইলে আর পান্নালালকে চাওয়া যেত না!

[এককোণে একটি মাতাল ভদ্রলোক সহসা হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। লোকটি শিক্ষিত—অনেকক্ষণ ধরিয়া মদ গিলিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। সেনসাহেব ছুটিয়া গেলেন।]

সেনসাহেব : কি হয়েছে মিঃ সিন্‌হা ?

মিঃ সিন্‌হা : হিসেবের ভুলটা ধরা পড়ে গেছে সেনসাহেব !

সেনসাহেব : হিসেবে ভুল ! কেন আপনাকে তো এ পর্য্যন্ত ছয় পেগ—

মিঃ সিন্‌হা : পেগের হিসেব নয় স্যর, জীবনের হিসেব ! দেখুন সেনসাহেব--

[টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

ম্যারিয়ানাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম জীবনের পথে। হাতের সামনে এসেই আবার গেল মিলিয়ে। চমক ভাঙ্‌লো—চোখ মেলে দেখলাম—ভুল করেছি, ম্যারিয়ানা নেই—সামনে দাঁড়িয়ে আছে ব্যারন্‌স বার !

সেনসাহেব : বিলটা দেব কি ?

মিঃ সিন্‌হা : আগাগোড়া ভুলে ভরা আমার জীবনের অঙ্ক ! তিনের জায়গায় চার—চারের জায়গায় তিন—Net result is Zero ! That is the equation of human life !

[দশ টাকার দুইটি নোট ছুঁড়িয়া দিলেন]

টেক্ ইওর মানি প্লীজ !

[ধীর পদে চলিয়া গেলেন মিঃ সিনহা। কি দিলেন, চাহিয়াও দেখিলেন না, ঘরে ঢুকিল বিনায়ক।]

বিনায়ক : জরুরী দরকার সেনসাহেব। এই টেবিলে যেন কেউ না আসে দেখবেন।

সেনসাহেব : কেউ আসবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।

[সেন সাহেব চলিয়া গেলেন। বিশ্বজিৎ আসিয়া বিনায়কের মুখোমুখি বসিল।]

বিনায়ক : কতক্ষণ এসেছ ?

বিশ্বজিৎ : কাজের কথা বলুন। বিকেলে বলেছিলেন…আমাকে আপনার দরকার ; কিসের দরকার ?

বিনায়ক : রোজগার করবে ?

বিশ্বজিৎ : না।

বিনায়ক : প্রচুর অর্থ পাবে।

বিশ্বজিৎ : টাকায় আমাকে কেনা যায় না !

[পেগ আসিল ; বিনায়ক চুমুক দিয়া কহিল]

বিনায়ক : সোজা কথাই বলি। দুদিন একটা বাড়ী তোমাকে পাহারা দিতে হবে…কেউ যেন বাইরে থেকে না ঢুকতে পারে, অথবা ভেতর থেকে চলে যেতে না পারে। তুমি নির্ভরযোগ্য বলেই মনে হয়…শুধু বাড়ীর চারধারে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ; টাকা দিয়ে কিনতে তোমাকে চাই না।

বিশ্বজিৎ : কত টাকা দেবেন ?

বিনায়ক : পাঁচশো। অবশ্য কাজের দাম এতে হবে না, আজ তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, এ তারই ঋণ শোধ !

[বিশ্বজিৎ ভাবিতে লাগিল]

তুমি রাজী হলে আজই দুশো দেব। বাকীটা কাজ শেষ হলে—

[বিনায়ক টাকা দিল]

বিশ্বজিৎ : বেশ আমি রাজী। কবে থেকে কাজ আরম্ভ হবে ?

বিনায়ক : তোমার কাজ স্বরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ একটা কথা—

বিশ্বজিৎ : বলুন—

বিনায়ক : ব্যাপারটা গোপনীয়। তোমাকে শপথ করতে হবে বাইরে কিছু প্রকাশ করবে না।

বিশ্বজিৎ : শপথ করছি !

বিনায়ক : বেশ, এখানে আর নয়। একটু আমার সঙ্গে যেতে হবে...... বাড়ীটা দেখিয়ে দেবো...তুমি এগিয়ে যাও, একসঙ্গে বেরুবো না।

[বিশ্বজিতের প্রস্থান। সেন সাহেব প্রবেশ করিলেন ; সঙ্গে শম্ভু।]

সেনসাহেব : চলে যাচ্ছেন বুঝি ? এই লোকটি আপনাকে খুঁজছিল।

[সেন সাহেবের প্রস্থান]

বিনায়ক : [শম্ভুর কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে বলিল] 'কাল ভোরে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আর সতর্ক থেকো, দরকার হতে পারে।

শম্ভু : বড় অভাব যাচ্ছে স্যার। শুধু চকোলেট বিক্রী করে—

বিনায়ক : ভালো কথা, কিছু চকোলেট চাই যে।

শম্ভু : কোন্‌টা ? স্পেশ্যাল ব্র্যাণ্ড ?

বিনায়ক হ্যাঁ, সঙ্গে আছে ?

শম্ভু : আজ্ঞে না, কাল ভোরে মেয়েটাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। একটু মনে রাখবেন স্যার !

বিনায়ক সঙ্গে এসো। যেতে যেতে সব কথা বলবো।

[বিনায়ক ও শম্ভুর প্রস্থান। ভিতরের দরজা দিয়া অরুণ এবং অশোক কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল।]

অরুণ : তুই আসাতে কাজের সুবিধে হবে। কিন্তু তোর আসতে দেরী হোলো যে ?

অশোক : বড় সাহেব ছাড়লেন না, জরুরী কেস ছিল। কিন্তু পান্নালাল ? পান্নালালের খোঁজ মিলেছে ?

অরুণ : মিলেছে। ওসব কথা এখন থাক। আমি আজ রাত্রেই সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এখানে এসে অবধি দেখা করবার সময় পাই নি।

অশোক : সুমিত্রা দেবীর সঙ্গে দেখা করবি, আমি আর বাধা দিয়ে পাপের ভাগী হব না। আমিও খুব ক্লান্ত, বিশ্রাম দরকার।

অরুণ : আমি কিন্তু রাত্রে ফিরবো না।

অশোক : না ফেরাই স্বাভাবিক !

অরুণ : তুই ভুল করছিস অশোক···সুমিত্রার বিয়ে হয়ে গেছে—

অশোক : সেকি ? তোর সঙ্গেই ত' কথাবার্তা একরকম—

অরুণ : এক রকমটাই হঠাৎ অন্য রকম হয়ে গেল ! তা যাক্—আমি ভোরে আসবো। একটা জরুরী কাজের ভার তোর উপর রইল। [এক টুকরা কাগজ দিল] ভোরেই উঠে এই ঠিকানায় চলে যাবি। এই বাড়ীটার উপর লক্ষ্য রাখতে হবে।

অশোক : মধুকুঞ্জ ?

অরুণ : হ্যাঁ, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিস···সে আসতে পারে—

অশোক : কে ? কার কথা বলছিস ?

অরুণ : চন্দ্রশেখর !

[অরুণ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল···মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।]

—তৃতীয় দৃশ্য—

[প্রথম দিন রাত্রি।
বিনায়কের ড্রয়িংরুম—বিনায়কের স্ত্রী সুমিত্রা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বই পড়িতেছে।
ক্লান্ত চোখ—হঠাৎ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়িল।
বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল—দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল বিনায়ক। ঢং ঢং করিয়া ৮টা বাজিল।]

সুমিত্রা : বেশ লোক যা হোক—সারাটা দিন বাইরেই কাটিয়ে দিলে! ঘরের কথা বুঝি আর মনে পড়ে না—

[বিনায়ক কাছে আসিল, কথা কহিল না]

সত্যি, সামনে যতক্ষণ থাকো ততক্ষণ···তোমার জন্যে বিকেলে চা খাওয়া হয়নি জানো?

[বিনায়ক আসিয়া বসিল···ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরাইল]

বা রে, কথা বলবে না নাকি!

বিনায়ক : তোমার কথা বলা শেষ হয়েছে?

[কিছু না বলিয়া সুমিত্রা চেয়ারের হাতলে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল]

শোনো বাড়ীটা কিনেই ফেললাম এক লাখ টাকায়। আমি নিজেই সব টাকাটা দিতে পারতাম—কিন্তু আমি চাই···তোমারও অধিকারবোধ অক্ষুণ্ণ রাখতে। তাই খরচ করেছি তোমার পঞ্চাশ হাজার! তোমার আপত্তি নেই তো?

সুমিত্রা : তুমি যা ভাল বুঝবে তাই!

বিনায়ক : ষাট হাজারের চেক কাল একটা দিয়েছ তুমি। ফার্ণিচারের জন্য আরও কিছু লাগবে। সে পরে হবে এখন। কথা হচ্ছে, কাল বিকেলে নতুন বাড়ীতে যেতে হবে—মনে আছে ত?

সুমিত্রা : হ্যাঁ। আমার সব গোছানো হয়ে গেছে।

[সুমিত্রা নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিল]

কোকো খাবে, না একবারে রাতের খাবার খেয়ে নেবে? আমার চকোলেট এনেছো? আচ্ছা, আমরা চলে গেলে নিতাই এ বাড়ীতে থাকবে ত'?

বিনায়ক : বাবা, এ যে প্রশ্নের চক্রব্যূহ! দাঁড়াও—উত্তর দিচ্ছি যথাক্রমে··· কোকো খাবো না···চকোলেট আনি নি···নিতাই এখানেই থাকবে।

সুমিত্রা : আহা, কি অদ্ভুত! কিন্তু চকোলেট আনোনি কেন?

বিনায়ক : রাত আটটায় চকোলেট খায় না—কাল পাবে।

সুমিত্রা : খনার বচন শোনাচ্ছ বুঝি? না হয় সাড়ে আটটায় খেতাম।

বিনায়ক : আচ্ছা মিত্রা, সারাদিন খেটেখুটে এলুম···কোথায় একটু মিষ্টি কথা বলবে···তা না, সামান্য চকোলেট নিয়ে···

সুমিত্রা : কেন, চকোলেট কি মিষ্টি নয়? থাক, তোমাকে দিতে হবে না—

[সুমিত্রা মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছে—প্রদীপের আলো তাহার মুখে—]

বিনায়ক : নাইস্! একটু বোসো মিত্রা, চট করে একটা snap তুলে নিচ্ছি!

সুমিত্রা : ফটো? পাগল নাকি? [গম্ভীর স্বরে] রাত আটটায় ফটো তোলে না!

বিনায়ক : [হাসিয়া] না হয় সাড়ে আটটায় তুলবো। লক্ষ্মীটী, একটু বোসো !

[বিনায়ক ক্যামেরা প্রেস করিল]

সুমিত্রা : কি আরম্ভ করছো – নিতাই যদি এসে পড়ে !

বিনায়ক : নিতাইকে হত্যা করবো ! [সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল] আঃ হেসে ফেললে ?

সুমিত্রা : ক্ষতি কি, হাসি তো আর ফটোতে উঠছে না। আচ্ছা, এইবার তুলে নাও—বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারবো না বাপু।

বিনায়ক : বেশ তাহলে ঐ দিকে মুখ করে—একটু উঁচু –এইবার হয়েছে। মুখটা একটু হাসি—হাসি—just it। রেডি ! ওয়ান, টু—যাঃ !

সুমিত্রা : কি হোলো ?

বিনায়ক : ছবিতে প্যাঁচা উঠেছে। আচ্ছা—বেশ ত হাসছিলে যেই বললাম—রেডি—মনে হলো যেন ফাঁসির দড়ি গলায় পড়েছে। যাক্—বসে হবে না—শুয়ে পড়ো।

সুমিত্রা : কেন ?

বিনায়ক : ঐ শোফায় শুয়ে চোখ বোজো—চুপটি করে ঘুমিয়ে থাক রূপকথার রাজকন্যার মত—আমি চট্ করে তুলে নিচ্ছি !

সুমিত্রা : কি ক্যাপা ? বাড়ী ফিরে এসে যা-তা সুরু করেছ—বাইরে ছিলে, বেশ ছিলাম। এই নাও, এই তো শুয়েছি। ঘুমুবো ?

বিনায়ক : yes, I want a sleeping beauty ! পাশ ফিরে, হাতটা বুকের উপর দিয়ে···yes, that's it। সত্যি তোমরা ঘুমিয়ে থাকলে এত সুন্দর দেখায় ! thank you—এইবার জেগে ওঠো রাজনন্দিনী।

সুমিত্রা : You are a naughty husband ! শোনো, কাল খুব ভোরেই কিন্তু আমি বেরিয়ে যাবো—

বিনায়ক : সে কি, কার সঙ্গে ?

সুমিত্রা : কি যা তা বলছ ? সন্ধ্যেবেলা নতুন বাড়ীতে চলে যাচ্ছি—একটু দেখাশোনা করতে হবে না ? ভালো কথা, ফটোটা কবে রেডি হবে !

বিনায়ক : ও বাড়ীতে গিয়েই হবে।

সুমিত্রা : বেশ, তাই হবে। তুমি বোসো, আমি খাবারের কথা বলে আসছি। [প্রস্থান]

বিনায়ক : অন্ধকার ঘরে ঘুমন্ত রাজকন্যা ! A Sleeping beauty in the dark room !

[আপন মনে হাসিতে হাসিতে ফটোর যন্ত্রপতি গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। খোঁড়া শিবনাথ উঁকি দিল]

শিবনাথ : আসতে পারি স্তর ?

বিনায়ক : কে ? [শিবনাথ অগ্রসর হইল] তুমি ?

শিবনাথ : 'শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে' ! অবশ্য—একশো নয়, মাত্র দু'বছর। কত খুঁজেছি ! কই, বসতে বললেন না ? এতদিন পর দেখা !

বিনায়ক : কোথা থেকে এলে ?

শিবনাথ : আপাততঃ ব্যারন্‌স্ বার ! দাঁড়িয়েছিলাম—দেখলাম, কার সঙ্গে যেন বেরিয়ে এলেন। লোকটা কে ?

বিনায়ক : এ প্রশ্ন অবান্তর শিবনাথ ! তারপর, কি করে' জানলে যে বার-এ আমার সন্ধান মিলবে ?

শিবনাথ : ফুল কোথায় ফুটে আছে, সে কি আর খুঁজে বার কর্ত্তে হয়— গন্ধেই তো টেনে আনে মানুষকে। আপনি যে গন্ধরাজ স্যার!

বিনায়ক : আস্তে কথা বল শিবনাথ—

শিবনাথ : কেন ?

বিনায়ক : এটা আমার বাড়ী নয়···

শিবনাথ : সে তো জানি! বাড়ীতে আছেন নাকি? একটু আলাপ করে যেতাম···

বিনায়ক : তোমার এই বেশে আমার বন্ধু বলে চালানো কঠিন হবে। আলাপ জমবে না।

শিবনাথ : থাক্ তাহলে। কিন্তু রাজবেশ কোথায় পাবো বলুন···রাখাল বেশই জোটাতে পারি না! যাক্···এবার আর প্রাইভেট সেক্রেটারীর দরকার নেই বুঝি?

বিনায়ক : বড্ড বাজে কথা বলতে পারো শিবনাথ! আমি এখন ব্যস্ত, তুমি পরে আমার সঙ্গে দেখা করো। তবে এ বাড়ীতে নয়···

শিবনাথ : এবারকার মিলনের মাধবীকুঞ্জটি কোথায় বলুন···আমি যাবো।

বিনায়ক : সহরের প্রান্তে একটা বাড়ী কিনেছি। কাল বিকেলে এসো ···ঠিকানা দেব।

শিবনাথ : তাই আসবো!

[চলিয়া যাইতে যাইতে দাঁড়াইল]

মাঝে মাঝে ভাবি Sir—আপনার মত গেরস্থ লোক সারা বাঙলায় আর একটিও নেই। একেবারে Ideal!

[হাসিতে লাগিল]

বিনায়ক : মানে?

শিবনাথ : চমৎকার গোছানো, এই আর কি! এই যে দিব্যি…সব দিক কেমন গুছিয়ে এনেছেন। চাকরটার কাছে শুনে প্রথমটা রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। বাড়ীর মালিক…বিনায়ক বোস —সঙ্গে আছেন মিসেস বিনায়ক। একেবারে বিয়ে পর্য্যন্ত সারা!

বিনায়ক : তারপর?

শিবনাথ : এতকাল পরে আমাদের শুভদৃষ্টি হলো…চেহারাটাও আমি বলেই চিনতে পেরেছি! নইলে কে বলবে যে আপনিই সেই—

বিনায়ক : শিবনাথ!

শিবনাথ : এই দেখুন…অনেকদিন পরে দেখা কিনা, আনন্দে হৃদয় একেবারে বিলকুল আল্‌গা হয়ে এসেছে। যাক্…কালই তাহলে আসবো।

[শিবনাথ প্রস্থানোদ্যত…বিনায়ক ডাকিল]

বিনায়ক : শোনো। আমার আছে কেন আসতে চাও তুমি? কিসের দরকার?

শিবনাথ : দরকার সামান্য। একটু বিজিনেস টক্…কাজকর্ম্ম বড় মন্দা যাচ্ছে স্যর…

বিনায়ক : আর যাই কর—আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসো না শিবনাথ। তার ফল ভালো হবে না।

শিবনাথ : চালাকি? আপনার সঙ্গে? কি যে বলেন। আমি শুধু একটু কথা বলেই চলে যাবো।

[প্রস্থানোদ্যত]

বিনায়ক : পা-টা খোঁড়া হোলো কি করে?

শিবনাথ : পড়ে গিয়েছিলাম খানায়। It was a very deep খানা! মনে নেই সেই রাত্রির কথা? পিছনে কারা সব আসছিলো— ছুটলাম দুইজনে দুই দিকে…অন্ধকার—

বিনায়ক : থাক···। এবার যেতে পারো !

শিবনাথ : অনেকদিন পর দেখা—বিয়ের খাওয়া ছেড়েই দিচ্ছি, এক কাপ চা অন্ততঃ···যাকগে···।

[প্রস্থান। নিতাইয়ের প্রবেশ]

বিনায়ক : কি চাই ?

নিতাই। একটা কথা বলবো বাবু ?

বিনায়ক। কি ?

নিতাই। ঐ খোঁড়া লোকটা এসেছিল—

বিনায়ক। হুঁ !

নিতাই। লোকটা ভাল নয়—অনেকক্ষণ থেকে বাড়ীটার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তিনচার বার ঢোকবার চেষ্টাও করেছিল, আমি দিই নি। বলছিল, আপনার সঙ্গে কি দরকার···তাই ছেড়ে দিলাম। আপনার চেনা বুঝি ?

বিনায়ক। সামান্য ! এখন যাও···আমার কাজ আছে···দরজাটা ভেজানো থাক।

[নিতাই প্রস্থান করিল। বিনায়ক চেয়ারে বসিয়া কি ভাবিল। পরমুহূর্তে উঠিয়া অস্থির ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। মুখ হইতে অর্দ্ধস্ফুট ভাবে বাহির হইল]

শিবনাথ ! শিবনাথ ফিরে এসেছে !

[দরজা খুলিয়া গেল, ঘরে ঢুকল অরুণ ও সুমিত্রা]

সুমিত্রা : এই ছাখো কাকে নিয়ে এসেছি। আমার অরুণদা—দাঁড়াও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

অরুণ: প্রয়োজন নেই। Let me introduce myself!…আমি সুমিত্রার অরুণদা…অরুণ মিত্র…এ পরিবারের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়…সুমিত্রার দাদু আমাকে—

বিনায়ক: আপনার সব কথাই ওর কাছে শুনেছি—

অরুণ: বটে! কিন্তু আমার সব কথাতো সুমিত্রা জানে না। বানিয়ে বলেছে হয়তো। খুব নিন্দে করেছে বুঝি!

সুমিত্রা: নিন্দে করবো বই কি। এ বিয়েতে এলে না কেন তুমি? দাদু কত দুঃখ করলেন…

অরুণ: উপায় ছিল না সুমিত্রা। চিঠিতে আমি সবই তো জানিয়েছি। বিয়েটা হঠাৎ হয়ে গেল, ওদিকে রিসার্চ নিয়ে আমি ব্যস্ত!

বিনায়ক: আপনি রিসার্চ করছেন বুঝি?

সুমিত্রা: অরুণদা ইউনিভারসিটির নাম করা ছেলে—

বিনায়ক: কোন ইউনিভারসিটি?

অরুণ: লক্ষ্ণৌ!

[বিনায়ক বজ্রাহত। অস্ফুটকণ্ঠে নির্গত হইল]

বিমায়ক: লক্ষ্ণৌ! তা মন্দ কি—মানে, বলছিলাম কি লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটি ত বেশ ভালই, কি বলেন?

অরুণ: ভাল বই কি।

বিনায়ক: সে যাক্—উনি এসেছেন, ওঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। আপনি বসুন, আমি আসছি।

[প্রস্থান]

সুমিত্রা: আচ্ছা, তুমি যেন কি রকম হয়ে গেছ। আমি থাকতে হোটেলে উঠলে? অশোকবাবুকেও তো নিয়ে এলে পারতে?

অরুণ : অপরাধ করেছি—প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত। ভাল কথা, বিনায়কবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় কতদিনের ?

সুমিত্রা : মাসখানেক আগে একটা পার্টিতে দেখা হয়েছিল। আমার গান শুনে খুসী হয়ে একটা নেকলেশ প্রেজেন্ট করেছিলেন......

অরুণ : আর অমনি খুশী হয়ে তুমিও গলায় মালা দিয়ে দিলে ? আশ্চর্য্য প্রেম বাবা ! বিয়ের ইতিহাসে একটা রেকর্ড !

সুমিত্রা : খুব রাগ হচ্ছে বুঝি ?

অরুণ : রাগ ? মোটেই না। আমার ফিলজফি কি জানো ?

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে—

ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাস্‌নে কো কুড়াতে !

সুমিত্রা : এ তোমার বৈরাগ্যদর্শন ! কিন্তু শ্মশান-বৈরাগ্য নয় তো !

[নিতাইয়ের প্রবেশ]

সুমিত্রা : অরুণদাকে সব দেখিয়ে দাও নিতাই—তুমি যাও অরুণদা......আজ রাত্রে কিন্তু তোমাকে ছাড়বো না। এইখানেই থেকে যেতে হবে।

অরুণ : তথাস্তু ! কয়েকদিন তোমার কাছে থেকে যাবো ইচ্ছে ছিল, তা আর হয়ে উঠবে না।

সুমিত্রা : কালই আমরা নতুন বাড়ীতে যাচ্ছি অরুণদা। এ বাড়ীটা এমনিই থাকবে। নিতাই দেখাশোনা করবে।

অরুণ : তাই নাকি ! চলো নিতাই।

[নিতাই ও অরুণের প্রস্থান। সুমিত্রা টেবিল গুছাইতে লাগিল, বিনায়কের প্রবেশ]

বিনায়ক : আচ্ছা, এই অরুণদার সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা হয়েছিল ?

সুমিত্রা : অনেক দিনের জানাশোনা, দাদু ওকে খুবই ভালবাসতেন।

বিনায়ক : দাদু ওকে ভালবাসতেন ! আর তুমি ?

সুমিত্রা : হঠাৎ এ সব প্রশ্ন কেন বল ত' ?

বিনায়ক : এমনি ! অরুণদা গরীব, তাই বুঝি—

সুমিত্রা : হঠাৎ তোমার কি হোলো বলতো ?

বিনায়ক : কই, কিচ্ছু হয় নি তো ?

সুমিত্রা : কোকো খাবে ?

বিনায়ক : কোকো ? দাও। তোমার হাতের কোকো চমৎকার !

সুমিত্রা : বড্ড তোষামোদ করতে পারো তোমরা। একটু বোসো, আমি চট্ করে নিয়ে আস'ছি।

[সুমিত্রার প্রস্থান। বিনায়ক একটা সিগারেট ধরাইল—শিবনাথ দরজা খুলিয়া উঁকি দিল]

শিবনাথ : আসতে পারি !

বিনায়ক : শিবনাথ !

শিবনাথ : এই দেখুন ! কি রকম চ'কে উঠেছেন। আমাকে আর আগের মত ভালবাসেন না স্যর ! আপনারই বা দোষ কি ! দীর্ঘ অদর্শনে প্রেমের কি আর—

বিনায়ক : কি চাও শিবনাথ ?

শিবনাথ : কিচ্ছু না। বাইরেই যাচ্ছিলাম। দেখলাম, মিসেস্ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অপূর্ব্ব ! আপনার পছন্দ আছে স্যার, ভাবলাম Congratulationটা জানিয়েই যাই।

বিনায়ক : জানানো হয়েছে। এইবার চলে যাও। এক্ষুনি সুমিত্রা চলে আসবে।

শিবনাথ : যাচ্ছি। But She is a damsel ! [হাসিতে লাগিল]

বিনায়ক : যাও বলছি !

শিবনাথ : এই যে যাচ্ছি। নমস্কার স্যর !

[শিবনাথ পা বাড়াইতেই সুমিত্রা প্রবেশ করিল। আগন্তুককে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হাত হইতে কাপ পড়িয়া চুর্ণ হইল।]

নমস্কার বৌদি ! ঈস্, কাপটা ভেঙ্গে গেল ! চা ছিল বুঝি ? বুঝলেন স্যর ; বৌদি নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছেন আমাকে দেখে। আমার পরিচয়টা দিয়ে দিন ; পরে এসে আলাপ করে যাবো।

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

সুমিত্রা : কে ও ? তোমার বন্ধু ?

বিনায়ক : না না, বন্ধু কোথা থেকে হবে ! পুরানো 'পার্টনার', অনেক দিন কোন সম্পর্ক নেই ; আজ এসেছিল।

সুমিত্রা : আর এক কাপ কোকো নিয়ে আসি ?

বিনায়ক : থাক, দরকার নেই। তোমার অরুণদাকে চা দিয়েছো ?

সুমিত্রা : হ্যাঁ। ওই যে আসছেন।

[অরুণের প্রবেশ]

এইবার তোমরা একটু গল্প করো অরুণদা'। আমি আসছি।

[সুমিত্রা চলিয়া গেল]

বিনায়ক : তখন আপনি রিসার্চের কথা বলছিলেন। কী নিয়ে আপনার গবেষণা ?

অরুণ : 'ক্রাইম !'

বিনায়ক : বটে ! গবেষণা করে, কিছু পেলেন কি ?

অরুণ : কিছুই না। এখনো সাগরের তীরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তবে আমার একটা শক্তি যেন খুঁজে পেয়েছি মনে হচ্ছে।

বিনায়ক : কি রকম ?

অরুণ : কতকগুলো দৈহিক লক্ষণ দেখে বলে দিতে পারি লোকটা ক্রিমিন্যাল কি না !

বিনায়ক : তাই নাকি !

অরুণ : অবশ্য বিচার সব সময় নির্ভুল হয় না। হতেও পারে না।

বিনায়ক : দেখা যাক্। আমাকে দেখে বলুন।

[অরুণ উঠিয়া বিনায়কের কাছে আসিল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল]

বিনায়ক : কি দেখলেন ?

অরুণ : আশ্চর্য্য !

বিনায়ক : মানে ?

অরুণ : You are a perfect Criminal !

[বিনায়ক উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল]

বিনায়ক : তাই নাকি ! [নার্ভাস হাসি]

অরুণ : অবশ্য, কারুর সম্বন্ধেই ফাইন্যাল কিছু বলা কঠিন। সেদিন কাগজে পড়ছিলাম একটা লোকের কথা। দিনের বেলায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ আর গভীর রাত্রে ভিতরকার পশুটা উঠতো জেগে—গর্জ্জন করতে করতে সে বেরিয়ে পড়তো ঘর ছেড়ে। প্রায় সব মানুষই যাকে বলে ডক্টর jekyll and mr Hyde combined।

[হাসিয়া উঠিল। সুমিত্রার প্রবেশ।]

বিনায়ক : সত্যি, আপনি জ্ঞানী এবং গুণী—বেশ লাগছে কথাগুলো শুনে। সুমিত্রা, আমরা থাকতে উনি হোটেলে থাকবেন এ ভালো দেখায় না। আমি বলি, এ কয়টি দিন বরং—

অরুণ : ধন্যবাদ ; সে কাজটি সুমিত্রা আগেই সেরে রেখেছে। কিন্তু মাত্র একরাত্রি, তার বেশী নয়।

সুমিত্রা : খেতে এসো অরুণদা ! তুমিও এসো না, এক সঙ্গেই বসবে !

বিনায়ক : চলো।

অরুণ : তুমিও সঙ্গেই বসবে সুমিত্রা। We three dine together !

[তাহারা অগ্রসর হইবে। মঞ্চ ঘুরিতে থাকিবে]

—চতুর্থ দৃশ্য—

[প্রথম দিন রাত্রি—শয়ন কক্ষ
ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্লান্ত পদে ঘরে ঢুকিল বিনায়ক। একটা দেরাজ খুলিয়া কতকগুলি শিশি নাড়িয়া দেখিল, তারপর রাখিয়া দিল। ঘরে ঢুকিল সুমিত্রা ; বিনায়ক মুখ তুলিল না]

বিনায়ক : এত দেরী হল যে ! অরুণদা শুয়েছেন ?

সুমিত্রা : হ্যাঁ, এইমাত্র। [কাছে আসিল] এত রাত্রে এসব কি নিয়ে বসলে আবার ?

বিনায়ক : পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে গেল মিত্রা। তোমার অরুণদা রিসার্চ করেছেন অপরাধ নিয়ে! একদিন আমিও রিসার্চ করেছিলাম !

সুমিত্রা : বট, বিষয়টা কি ?

বিনায়ক : বিভিন্ন প্রকারের বিষ ও তার প্রতিক্রিয়া! ডক্টর বোসের আবিষ্কার একদিন দেশকে সচকিত করে দিতে পারতো! কিন্তু তোমাকে ভালবাসবার পর থেকে—

সুমিত্রা : থাক বুঝেছি। তাহলে ভালবাসায় বিষকে জয় করেছি বলো।

বিনায়ক : কিন্তু ভালবাসাও যে বিষ!

সুমিত্রা : বলো কি, ভালোবাসা বিষ!

বিনায়ক : হ্যাঁ। ছাখোনি, কেমন যন্ত্রণায় মন জ্বলে, দেহ জ্বলে, সমস্ত ইন্দ্রিয় পুড়ে ছাই হয়ে যায়—

সুমিত্রা : [অপরূপ হাসিয়া] ও বাবা! আচ্ছা, এ বিষে মানুষ মরে?

বিনায়ক : মরে বই কি! কিন্তু (হাসিয়া) মরেই আবার নতুন জন্ম নেয়।

সুমিত্রা : তাই বলো! [একটা শিশি দেখাইয়া] এটা কি?

বিনায়ক : হায়োসিন! বিষের রাজা! ধীরে ধীরে ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে অথচ মজা এই, কেউ বুঝবে না কিসে মৃত্যু হয়েছে!

সুমিত্রা : কি নাম বল্লে? হায়োসিন?

বিনায়ক : হ্যাঁ, হায়োসিন। এতে যন্ত্রণা নেই জ্বালা নেই। আস্তে আস্তে হাত পা শিথিল হয়ে আসে—অসাড় হয়ে আসে স্নায়ুতন্ত্রী; স্তিমিত হয়ে যায় কণ্ঠ; তারপর···

সুমিত্রা : থাম বাপু, আর ব্যাখ্যা করে কাজ নেই; আচ্ছা, অরুণদাকে তোমার কেমন লাগলো!

বিনায়ক : চমৎকার! খুব ভালো জ্যোতিষী।

সুমিত্রা : মানে?

বিনায়ক : চেহারা দেখেই উনি নাড়ীনক্ষত্র বলে দিতে পারেন! আমাকে দেখে কি বল্লেন জানো—I am a perfect Criminal!

[বিনায়ক হাসিয়া উঠিল; সুমিত্রা নীরব]

বল্লেন—মাঝে মাঝে নাকি মানুষের ভিতরকার পশুটা জেগে ওঠে। অনেক পড়ে, পড়ে, মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে—নইলে Quite normal !

সুমিত্রা : অরুণদা অনেক পড়াশোনা করেছেন তা সত্যি। আচ্ছা, এর আগে কি তুমি ওঁকে দেখেছ ?

বিনায়ক : কই, নাতো !

সুমিত্রা : কিন্তু অরুণদা বলছিলেন…

বিনায়ক : কি বলছিলেন ?

সুমিত্রা : বলছিলেন তিনি যেন তোমাকে দেখেছেন, কোথায় তা মনে করতে পারছেন না।

বিনায়ক. হয়তো দেখে থাকবেন। আমার মত চেহারার কাউকে দেখেছেন—এও হতে পারে। কি বল্লেন অরুণবাবু ?

সুমিত্রা : এমন কিছু নয়। তোমার কথাই হচ্ছিল। অরুণদা বল্লেন—আমি তোমার বরকে বোধ হয় চিনি।

[বিনায়ক সিগারেট ধরাইল ; ঘড়িতে বারোটা বাজিল]

সুমিত্রা : [হাই তুলিল] রাত বারটা বাজে। শোবে না ?

বিনায়ক : একটু দেরী হবে। তুমি ঘুমোও। ভালো কথা, অরুণবাবুকে কোথায় শুতে দিলে ?

সুমিত্রা : দোতলার পূব দিকের ঘরটায়।

বিনায়ক : হ্যাঁ, সেইটেই ভালো, বেশ আলো হাওয়া। আচ্ছা তুমি ঘুমোও ; আমি একটু কাজ সেরেই যাচ্ছি।

[সুমিত্রা বিছানায় গা এলাইয়া দিল ; বিনায়ক টেবিলের কাছে আসিয়া বসিল। একটু পরেই সুমিত্রা উঠিয়া কাছে আসিল।]

উঠে এলে যে !

সুমিত্রা : আচ্ছা, আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ কতদিন ?

বিনায়ক : এই তো···মাত্র একুশ দিন। কেন বলতো ?

সুমিত্রা : বিয়ের মাত্র সাত দিনের মধ্যেই তো দাদু মারা গেলেন—না ?

বিনায়ক : তোমার কি হয়েছে মিত্রা ?

সুমিত্রা : কি হবে আবার ! আজ হঠাৎ মনে হচ্চে কোথা থেকে একটা অমঙ্গল যেন এগিয়ে আসছে !

বিনায়ক : এ রকম মনে হবার কারণ ?

সুমিত্রা : তোমার জন্যে কোকো আনছিলাম ; কাপটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেল।

বিনায়ক : ওটা তোমার কুসংস্কার !

সুমিত্রা : কিন্তু সেই খোঁড়া লোকটা ! সে তো আর কুসংস্কার নয় ?

বিনায়ক : ওকে তোমার ভয় পাবার কি আছে ?

সুমিত্রা : লোকটা ভাল নয় !

বিনায়ক : কিসে বুঝলে ?

সুমিত্রা : কি রকম হাসছিল !

[বিনায়ক হাসিয়া উঠিল]

বিনায়ক : হাসি দেখে মানুষ বিচার ! ও তোমার অরুণদার ক্রিমিনোলজি ! অরুণদা তোমার মাথাটি খেয়েছেন, বুঝতে পেরেছ ? যাও, এখন ঘুমোওগে। আমি একটু কাজ কর্ব—

[সুমিত্রা কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া বিছানায় শুইতে গেল। বিনায়ক সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া কিছুক্ষণ কি লিখিল। তারপর সুমিত্রার দিকে চাহিল, সুমিত্রা শুইয়াছে।]

সুমিত্রা : ঘরের বড় লাইটটা নিভিয়ে দাও। মোমবাতিটা জেলে কাজ করো। অত আলোয় আমার ঘুম হবে না।

[বিনায়ক মোমবাতি জ্বালিল; সুমিত্রা ঘুমাইয়া পড়িল। বিনায়ক সেলফ হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে পড়িতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে স্পষ্ট শুনিল অরুণের কণ্ঠ।]

অরুণের কণ্ঠ : You are a perfect Criminal !

[বিনায়ক দরজার দিকে ছুটিয়া গেল। কেহ নাই; ফিরিয়া আসিয়া সে বাতি নিভাইয়া দিল, তারপব ইজি চেয়ারে গা এলাইয়া দিল। ঘড়িতে বাজিল ঢং ঢং করিয়া দুইটা। অরুণের কণ্ঠ সে শুনিতেছে।]

অরুণের কণ্ঠ : সুমিত্রা, তোমার বরকে আমি বোধহয় চিনি! কোথায় দেখেছি মনে নেই কিন্তু মনে হয় যেন চিনি !

[বিনায়ক লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনায়ক ডাকিল—]

বিনায়ক : মিত্রা ! মিত্রা !

[সুমিত্রার সাড়া নেই। সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বিনায়ক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ঘড়ির দিকে চাহিল, টিক্ টিক্ শব্দের মধ্যে যেন ধ্বনিত হইল—]

অরুণের কণ্ঠ : দিনের বেলায় সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, রাত্রিতে ভিতরকার পশুটা গর্জ্জন করে, বেরিয়ে পড়তো ঘর ছেড়ে—ভিতরকার পশুটা—ভিতরকার পশুটা—

[বিনায়ক দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল, গর্জ্জন এবার থামিয়াছে। সে ড্রয়ার খুলিয়া বাহির করিল একটি ছোরা—তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।
মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[প্রথম দিন গভীর রাত্রি।
বিনায়কের বাড়ীতে অরুণের কক্ষ—অন্ধকার। বিছানা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। শিয়রে খোলা জানালা। সেখানে দেখা গেল অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি; মূর্ত্তি সরিয়া গেল। তারপর দেখা গেল মূর্ত্তি ঘরে ঢুকিয়াছে। হাতে তীক্ষ্ণ ছোরা।
মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে বিছানার দিকে অগ্রসর হইল। তারপর প্রাণপণ শক্তিতে শয্যাশায়িত ব্যক্তির বুকে ছোরাটি আমূল প্রোথিত করিয়া দিল।

সেই মুহূর্তে ভীষণ অট্টহাস্যে ঘর ভরিয়া উঠিল ; আলো জ্বলিল, সেই আলোকে দেখা গেল গৃহের কোণে দাঁড়াইয়া অরুণ। অরুণ হাসিতে হাসিতে কহিল—

অরুণ : কেমন, বলেছিলাম না—You are a perfect Criminal. You have proved my thesis !

[বিনায়ক ছোরা' তুলিয়া লইতেই অরুণ কহিল—]

ওয়েল ব্রাদার, মাই রিভলবার ইজ রেডি !'

[বিনায়কের হাত হইতে ছোরা পড়িয়া গেল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।]

—ষষ্ঠ দৃশ্য—

[দ্বিতীয় দিন ভোর।

ড্রয়িং রুম। বিনায়ক মাথায় হাত দিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ বিনায়ক উঠিয়া ফোন তুলিল।]

বিনায়ক : পি, কে, ওয়ান ফোর নাইন ! হ্যালো শম্ভু ? আমি বিনায়ক কথা বলছি। এক বাক্স চকোলেট ! হ্যাঁ হ্যাঁ, স্পেশ্যাল ব্র্যাণ্ড ! পাঠিয়ে দিয়েছ ? থ্যাঙ্ক্‌স !

[সুমিত্রা ঘরে ঢুকিয়াছে ; সদ্যস্নাতা]

অরুণবাবু জেগেছেন ?

সুমিত্রা : বাব্বা, দেখে এলাম ! নাক ডাকছে। শীগ্‌গীর জাগবেন বলে মনে হয় না।

বিনায়ক : নতুন বিছানা, রাত্রে বোধহয় ভাল ঘুম হয় নি !

সুমিত্রা : তা হবে। কিন্তু তোমার খাবার কি এক্ষুণি আনবো ?

বিনায়ক : অরুণবাবু উঠুন, একসঙ্গেই হবে। তুমি বাইরে যাবে বলছিলে, কখন যাবে ?

সুমিত্রা : তোমাদের চা খাইয়ে দিয়ে ; নইলে অরুণদা আবার—কি রে নিতাই ?

[নিতাই ঘরে ঢুকিল]

নিতাই : একটি মেয়ে দেখা করতে চায় ; এই ঘরে পাঠিয়ে দেবো ?

বিনায়ক : হ্যাঁ ; এইখানেই আসতে বলো।

[নিতাইয়ের প্রস্থান]

সুমিত্রা : হ্যাঁগো, কোন্ মেয়ে আবার এলো ? আরো আছে নাকি ?

বিনায়ক : যারা আছে, তারা প্রকাশ্যে ধরা দেয় না। ভয় নেই, শত্তুর মেয়ে।

[মিতালির প্রবেশ। সুন্দর ১৩।১৪ বছরের একটি মেয়ে।]

এসো মিতালি ; এত ভোরেই যে ?

মিতালি : বাবা—এক বাক্স চকোলেট পাঠিয়ে দিলেন।

সুমিত্রা : চকোলেট ? কই দেখি। [হাতে নিল]

বিনায়ক : তুমি ভালবাস। কাল রাত্রে বলে রেখেছিলাম। শত্তুর চকোলেটের বিশেষত্ব আছে !

সুমিত্রা : না খেয়ে কিন্তু রায় দিতে পাচ্ছি না।

বিনায়ক : বেশ খেয়েই দিয়ো। কিন্তু মিতালি এলো, ওকে কিছু খেতে দাও।

মিতালি : আমি এখন কিছুই খাব না !

সুমিত্রা : এখন খাবে না ? কখন খাবে তবে ?

মিতালি : তোমরা নতুন বাড়ীতে যাচ্ছো তো ? আমি সেখানে গিয়ে তোমার রান্না খাবো !

বিনায়ক : ও, তোমাকে ত বলা-ই হয় নি। শম্ভু ওখানে ঘরের কাজকর্ম দেখবে ; গরীব মানুষ, কিছু পেয়ে বাঁচবে—তোমারও সুবিধে। আর সেই সঙ্গে তোমারও সময় কাটবে ভালো। ভাল ব্যবস্থা করিনি ?

সুমিত্রা : তোমার ব্যবস্থা ভালো না হয়ে পারে ! তাহলে আজ তোমার সাথে আমাদের মিতালি হয়ে গেল ; কি বলো মিতালি !

[মিতালি ঘাড় নাড়িল]

মিতালি : আমি যাবো ?

সুমিত্রা : এসো।

বিনায়ক : বাবাকে বলো, ভোরের দিকেই একবার আসতে !

[ঘাড় নাড়িয়া মিতালি চলিয়া গেল]

ও ! একটা ভুল হয়ে গেল ; ডাকো, ওকে একটা কথা বলে দেবো।

সুমিত্রা : কি এমন কথা !

বিনায়ক : ভাবছিলাম, তোমার অরুণদা এলেন ; তুমি যদি এক বাক্স চকোলেট প্রেজেণ্ট করতে, খুশী হতেন, নয় কি !

সুমিত্রা : বেশ তো, এইটেই না হয় দেবো। আমাকে পরে আনিয়ে দিয়ো। এর পরে শম্ভুকে তো ঘরের মধ্যেই পাচ্ছি।

বিনায়ক : আচ্ছা ! তাহলে অরুণবাবুকে চায়ের টেবিলে এই বাক্সটাই দিও।

[নিতাই চা ও খাবার লইয়া প্রবেশ করিল]

সুমিত্রা : এরই মধ্যে চা নিয়ে এলে! দাদাবাবু উঠেছেন ?

নিতাই : এইমাত্র উঠে বাথরুমে গেলেন। তিনিই তো বললেন চা পাঠিয়ে দিতে।

[রাখিয়া চলিয়া গেল]

বিনায়ক : আমার কোকোটা তাহলে—

সুমিত্রা : আজ চা-ই খাওনা বাপু। ওবেলা কোকো খাবে, কেমন ?

বিনায়ক : As your majesty pleases !

[অরুণের প্রবেশ]

অরুণ : ও: কাল একদম ঘুম হয় নি সুমিত্রা···সারারাত দুঃস্বপ্ন দেখেছি—যাকে বলে রীতিমত বিভীষিকা !

[বিনায়ক আড়চোখে চাহিয়া দেখিল]

সুমিত্রা : এ বেলা একেবারে খেয়েই যাও না। রান্না হতে দেরী হবে না।

অরুণ : very sorry ! অশোক রীতিমত চটে যাবে—তাছাড়া যে কাজে এসেছি—

সুমিত্রা : থাক, কাজের আর হিসেব দিতে হবে না। দয়া করে যে এসেছ এই ঢের ; এই নাও, আমার সামান্য Present !

অরুণ : চকোলেট ! nice ! তুমি যা দেবে তাই ত অমৃত ! [হাতে নিল। তারপর] এই যে চা-ও রেডি দেখতে পাচ্ছি। আসুন বিনায়কবাবু আরম্ভ করা যাক।

[উভয়ে চা খাইতে লাগিল]

সুমিত্রা : অরুণদা, ক'দিন থাকবে কলকাতায় ?

অরুণ : থাকবো কিছুদিন। যাবার আগে দেখা হবে।

সুমিত্রা : আমি একটু বাইরে যাবো। একটু কাজ ছিল ; তুমি কিছু মনে করবে না আমি জানি।

অরুণ : না—না, তুমি যাও না। এতে আবার মনে কি করব। বিয়ের পর বেশ ফরম্যালিটি শিখেছ !

[সুমিত্রা প্রস্থানোদ্যত]

বিনায়ক : নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

সুমিত্রা : আচ্ছা।

[সুমিত্রার প্রস্থান। কিছুক্ষণ কাটিল। উভয়ে নীরবে চা খাইতেছে। হঠাৎ অরুণ কহিল]

অরুণ : কাল রাত্রে বোধহয় পশুটা জেগে উঠেছিল, না বিনায়কবাবু ?

বিনায়ক : হাঁ, কিন্তু আপনার একটু ভুল হচ্ছে। আমার পশুটা শুধু রাত্রে নয়, দিনেও জেগে ওঠে।

[উঠিয়া অরুণের কাছে আসিল]

এইবার বলুন, আপনি কে ?

অরুণ : শ্রীঅরুণ কুমার মিত্র—An amateur criminologist !

বিনায়ক : মিথ্যে কথা। আপনি পুলিশের লোক বলুন আপনি আমার কতটুকু পরিচয় জানেন ?

অরুণ : কিছুই না, তবে জানবার ইচ্ছাটা জেগেছে। উল্টে আমিই আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই বলুন আপনি কে ?

বিনায়ক : আমার পরিচয়—?

[সহসা রিভলবার বাহির করিয়া অরুণের বুকে লক্ষ্য করিল। অরুণের মুখে মৃদু হাসি]

অরুণ : I think you are not serious !

বিনায়ক : I was never more serious !

অরুণ : I see ! কিন্তু বিনায়কবাবু আপনার চা-টা যে (সহসা বিনায়কের পেছনে চাহিয়া) একি সুমিত্রা, তুমি যাওনি ?

[বিনায়ক চমকিয়া সেই মুহূর্ত্তে পেছনে চাহিল—অরুণ ধাক্কা দিতেই অস্ত্র মাটিতে পড়িয়া গেল, অরুণ তাহা তুলিয়া লইয়া কহিল]

অরুণ : এটা আমার কাছেই থাক। এইবার একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসুন তো। নইলে আপনার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

[বিনায়ক ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত চাহিয়া রহিল]

আচ্ছা, চা বরং থাক ; আসুন, চকোলেট খাওয়া যাক্।

[বাক্স খুলিয়া ৩।৪টা মুখে পুরিয়া]

বা: চমৎকার চকোলেট। মানে অপূর্ব্ব ! কিন্তু, কিন্তু একি—এ যে বিষ ! উ: আর কথা বলতে পাচ্ছিনা—

[বিনায়কের চক্ষু প্রদীপ্ত]

অরুণ : আমি যাচ্ছি—কিন্তু মনে রেখো তোমার দিনও ঘনিয়ে এসেছে your fate is sealed !

[অরুণ স্তিমিত হইয়া আসিল। বিনায়কের মুখে কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল। শম্ভুর প্রবেশ]

শম্ভু : আড়াল থেকে দেখছিলাম। ভাবছি এইবারে চকোলেটটার একটা পেটেণ্ট নিয়ে নেব। কি রকম effective দেখেছেন sir !

বিনায়ক : কদ্দিন এর effect থাকবে।

শম্ভু : অন্ততঃ ১০।১২ ঘণ্টার মত নিশ্চিন্ত। একেবারে নিঃসাড়ে পড়ে থাকবে কেউ বুঝতে পারবে না এ ঘুম না মৃত্যু। বিষ বলে চিনবে, এমন ডাক্তারও জন্মেনি। লোকটা কে ?

বিনায়াক : পুলিশের লোক। পেছনে লেগেছিল। যাক্, সব এনেছ তো ?

[দুইজনে অরুণের দেহ তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর খোঁড়া শিবনাথ ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিল। পর মুহূর্তেই বিনায়ক প্রবেশ করিয়া বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল]

শিবনাথ : কথা নেই যে! তা হয়—অনেক সময় প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে আনন্দে কণ্ঠরোধ হয়ে যায়। শব্দ বেরোয় না।

[বিনায়ক আসিয়া বসিল, কথা কহিল না]

খুব Important কাজে ব্যস্ত ছিলেন বুঝি ?

বিনায়ক : তোমাকে বিকেলে আসতে বলেছিলাম শিবনাথ !

শিবনাথ : সে কথা ঠিক স্যর। কিন্তু কি করবো ? হৃদয় ধৈরয নাহি মানে, অনেকদিন পরে দেখা হোল—। আসঙ্গলিপ্সা! কিন্তু টেবিলে চকোলেটের বাক্সটা যে খোলা পড়ে রয়েছে। চকোলেট খাচ্ছিলেন বুঝি ?

[বিনায়ক চট্ করিয়া উঠিয়া বাক্সটি পকেটে ভরিল]

খুব মূল্যবান এবং দুর্লভ চকোলেট নিশ্চয়ই—

[শিবনাথ হাসিতে লাগিল]

বিনায়ক : আমার সময় মূল্যবান। কি জন্যে দেখা করতে চেয়েছিলে বলো।

শিবনাথ : That's like a business man ! কথাটা সংক্ষেপেই বলি। বড় দুঃখের ভিতর দিয়ে দিন যাচ্ছে। আমার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলুন; কত টাকা করে দেবেন মনে করেছেন ?

বিনায়ক : যদি বলি দেব না !

শিবনাথ : আমি জানি তা আপনি বলবেন না। বুদ্ধিতে আমি আপনার কাছে শিশু—আপনি এইটুকু বোঝেন যে শিবনাথকে ফাঁকি দিলে আপনার বর্তমান সুখের প্রাসাদ এক মুহূর্তে ভেঙে পড়বে।

বিনায়ক : প্রাসাদ যে গড়ে তুলেছে, রক্ষা করতেও সে জানে শিবনাথ। তবু তোমাকে আমি বঞ্চিত করবো না। আজ সন্ধ্যায় আমি নতুন বাড়ীতে যাচ্ছি। দাঁড়াও ঠিকানা দিচ্ছি ; কাল ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

শিবনাথ : বেশ, তাই যাবো।

[বিনায়ক একটা কাগজে ঠিকানা লিখিয়া দিল]

বিনায়ক : কিন্তু হিসেব চুকিয়ে ফেলার জন্যে এত আগ্রহ তোমার কেন শিবনাথ। তুমি আমার চিরদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী ; তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে।

শিবনাথ : বলুন, আমি প্রস্তুত !

বিনায়ক : ওথেলোর অভিনয়ের কথা মনে আছে ?

শিবনাথ। আবার করবেন বুঝি ? সত্যি ও অভিনয়ের তুলনা হয় না—এমন বাস্তব অভিনয় আমি খুব কম দেখেছি !

বিনায়ক : কাল সব কথা হবে। আজ যাও !

শিবনাথ : যাচ্ছি—কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন Sir। দু'দিন থেকে শিকারী কুকুরের গন্ধ পাচ্ছি !

বিনায়ক : শিকারী কুকুর ? What do you mean ?

শিবনাথ : চেনেন না বুঝি ? Blood hounds ! তারা ছুটে আসছে—ছুটে আসছে···

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

বিনায়ক : Blood hounds !

[বিনায়কের মুখের চেহারা বীভৎস হইয়া উঠিল—সে ফোন তুলিয়া লইল]

পি, কে, ওয়ান ফোর নাইন ! কে শম্ভু ? নতুন অতিথির দিকে লক্ষ্য রেখো। ঘরের দরজা তালা বন্ধ থাকবে। খুব সাবধান ! আমি সন্ধ্যায় যাচ্ছি। এর মধ্যে যদি ঘুম ভাঙ্গে আমাকে জানাবে।

[ফোন রাখিয়া দিতেই সুমিত্রা ঢুকিল]

সুমিত্রা : অকনদা চলে গেছেন ?

বিনায়ক : একটু আগেই চলে গেলেন। যাবার সময় তোমার দেওয়া চকোলেটের কি প্রশংসা—

সুমিত্রা : তাই নাকি ! বক্সটা দিয়ে দিয়েছ তো ?

বিনায়ক : উনি নিজেই নিয়ে গেছেন। সে যাক্, আজ তোমাকে নিয়ে নতুন ঘরে যাবো—এ যেন বর-বধূর বাসর ঘরে যাওয়ার মত মধুর লাগছে—তোমাকে আবার নতুন করে সেখানে পাবো মিত্রা !

সুমিত্রা : এরই মধ্যে পুরোনো হয়ে গেছি বুঝি।

বিনায়ক : না মিত্রা, তুমি চির নতুন—তাই চির-সুন্দর ! মাত্র একমাস তোমার সঙ্গে পরিচয়; মাত্র একুশ দিন তোমাকে পেয়েছি জীবন সঙ্গিনীরূপে; তবু—তবু মনে হয় যুগ যুগ ধরে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের পথে পথে আলোকের নৃত্যছন্দে…

সুমিত্রা : থামো ! সত্যি এক বর্ণও বুঝতে পারছি না, কি বলছো তুমি ! সন্দেহ জাগে, এ অভিনয়—সত্যি নয়।

বিনায়ক : অভিনয় কি সত্যি হয় না মিত্রা ?

সুমিত্রা : মঞ্চের অভিনয় তো মিথ্যে—

বিনায়ক : কিন্তু জীবনের অভিনয়! ওহো তুমি বুঝি জানো না যে জীবনটাই একটা বিস্ময়কর অভিনয়। মিত্রা! এবার দেখাবো তোমাকে অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেখবে সে অভিনয় কত মর্ম্মস্পর্শী, কত হৃদয়গ্রাহী। জানো—? এবার তোমার আমার জীবন রঙ্গমঞ্চে প্রাণ দেওয়া নেওয়ার নতুন পালা—

[বিনায়ক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল—সুমিত্রা বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দ্বিতীয় দিন—বৈকাল।

বিনায়কের ড্রয়িং রুম—অশোক বসিয়া কাগজ উল্‌টাইতেছে। কিছুক্ষণ পরে ঘরে প্রবেশ করিল সুমিত্রা—অশোক দাঁড়াইল।

অশোক : এই যে নমস্কার। আমাকে হয়তো চিনবেন না; আমি অরুণের—

সুমিত্রা : [হাসিয়া নমস্কার করিল] পরিচয় দিতে হবে না, অশোকবাবু—বসুন। কিন্তু আপনি একা যে, বন্ধু কোথায়?

অশোক : বন্ধুর সঙ্গেই তো দেখা করতে এলাম!

সুমিত্রা : সে কি? তিনি তো চলে গেছেন সেই ভোর আটটায়!

অশোক : চলে গেছে?

সুমিত্রা : হ্যাঁ, কাজের মানুষকে আর আটকে রাখা গেল না।

অশোক : আমি কিন্তু ভেবেছি আপনিই ধরে রেখেছেন। নইলে ভোরেই ওর যাবার কথা ছিল। কিন্তু হোটেলে ত ফিরে যায় নি—কোথায় গেল তবে?

সুমিত্রা : হয়তো অন্য কোথাও কাজে আটকে গেছেন।

অশোক : তা হবে! আচ্ছা, আমি তবে উঠি সুমিত্রা দেবী।

সুমিত্রা : সে কি, চা না খেয়ে কোথায় যাবেন ? একটু বসুন আমি আসছি !

[সুমিত্রার প্রস্থান। অশোকের দৃষ্টি পড়িল দেওয়ালে টাঙানো বিনায়কের একটি ফটোর প্রতি। হঠাৎ সে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কি মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। চা লইয়া ঘরে ঢুকিল সুমিত্রা—অশোক কাগজটা পকেটে রাখিল]

সুমিত্রা : নিন, চা খান। মিথ্যে ভাবছেন কিন্তু, ফিরে দেখবেন অরুণদা হোটেলেই আছেন !

অশোক : কেমন করে জানলেন ?

সুমিত্রা : বাঃ হোটেল ছাড়া আবার কোথায় যাবেন ? নিশ্চয়ই এতক্ষণ ফিরে এসেছেন……

অশোক : আপনার যুক্তি অকাট্য…স্বীকার করতেই হবে। আচ্ছা, উনিই বুঝি গৃহস্বামী ?

সুমিত্রা : হ্যাঁ।

অশোক : ছবিতেই দেখে গেলাম, সাক্ষাৎ দর্শন আর হোলো না ! বাড়ীতে নেই বুঝি ?

সুমিত্রা : নতুন বাড়ীতে গেছেন।

অশোক : নতুন বাড়ীতে মানে ?

সুমিত্রা : এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আজ আমরা নতুন বাড়ীতে যাচ্ছি।

অশোক : সুসংবাদ ! কিন্তু আজ যাবেন না।

সুমিত্রা : যাবনা ? কেন ?

অশোক : আজ অশ্লেষা !

[সুমিত্রা চমকিয়া উঠিল]

সুমিত্রা : অশ্লেষা? কই, উনি ত কিছু—

অশোক : উনি হয়ত মানেন না। যাক্ এসব মানলেই আপদ, না মানলে কিছু নয়। আচ্ছা, আজ তবে চলি। [দাঁড়াইয়া] অরুণ আমাকে দস্তুরমতো ভাবিয়ে তুলেছে। ভোর আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত—

সুমিত্রা : কি আশ্চর্য্য! অরুণদা ত আর শিশু নন যে কলকাতায় পথ হারিয়ে যাবেন?

অশোক : তা বটে, পথ হারাবেন না সত্যি। অন্ততঃ না হারালেই মঙ্গল। আচ্ছা, যাবার সময় অরুণ কিছু বলে গেছে?

সুমিত্রা : কি আবার বলবেন? অবশ্য আমি তখন বাইরে ছিলাম। কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

অশোক : এম্নি। তা হলে আপনি ওকে যেতে দেখেন নি?

সুমিত্রা : না, ফিরে এসে শুনলাম, উনি চলে গেছেন!

অশোক : ও আচ্ছা নমস্কার! আপনার স্বামীকে বলবেন—

[বিনায়কের প্রবেশ]

সুমিত্রা : এই যে এসে পড়েছেন। আপনিই বলুন।

বিনায়ক : ব্যাপার কি মিত্রা? উনি—

সুমিত্রা : অরুণদার বন্ধু অশোক রায়। লক্ষ্মৌ থেকে এসেছেন—

বিনায়ক : অরুণদার বন্ধু। নমস্কার! দেখা করতে এসেছিলেন বুঝি—

অশোক : হ্যাঁ, অরুণ নেই, কিন্তু আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল—আমার সৌভাগ্য!

[অশোক সিগারেট ধরাইতে যাইবে—হঠাৎ হাত হইতে দিয়াশলাই মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইবার ছলে অশোক বিশেষ ভাবে বিনায়কের ডান পা'টি লক্ষ্য করিল।]

বিনায়ক : একটু বসবেন না ?

অশোক : মাপ করবেন, আজ আর সময় হবে না। আছি কয়েকদিন, দেখা হবে !

বিনায়ক : অশোকবাবুকে নেমন্তন্ন করে দাও মিত্রা—আমাদের নতুন বাড়ীতে। কি বলো ?

সুমিত্রা : নিশ্চয়ই। যাবেন কিন্তু একদিন, আমাদের বাড়ীতে—

অশোক : [হাসিয়া] 'আমাদের বাড়ী' কিন্তু কলকাতায় অনেক আছে। ঠিক চিনে নিতে পারবো কি ?

বিনায়ক : বেহালার বাগান বাড়ী—নাম মধুকুঞ্জ। চিনে নিতে কঠিন হবে না। লক্ষ্নৌ ফিরে যাবার আগে একদিন—

অশোক : মনে থাকবে।

সুমিত্রা : বন্ধু পেলেন কিনা জানাবেন। দেখুন তো—এলেন দুজনে, বন্ধু গেল হারিয়ে ! এক যাত্রায় পৃথক ফল—নয় কি ?

অশোক : না, কথাটা মিথ্যে। এক যাত্রায় সমান ফল—অন্ততঃ আমাদের ক্ষেত্রে এইটেই সত্যি হয়ে উঠবে দেখে নেবেন সুমিত্রা দেবী। নমস্কার !

বিনায়ক : Hope to meet again !

[অশোকের প্রস্থান। বিনায়ক কিছুক্ষণ তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল—তারপর কহিল]

বিনায়ক : তোমার অরুণদার বন্ধু অরুণদার মতই জ্যোতিষী !

সুমিত্রা : কিসে দেখলে ?

বিনায়ক : যাবার সময় বলে গেলেন শুনলে না ? সুন্দর ভবিষ্যৎ বাণী—এক যাত্রায় সমান ফল ! [হাসিয়া উঠিল] কে জানে, হয়তো সত্য

হয়ে উঠবে—হয়তো দেখবে দুই বন্ধুর এক বিধিলিপি! চমৎকার লোক এরা—তোমার অরুণদা আর অশোকবাবু, নয়?

সুমিত্রা : অশোকবাবু কি বলেছেন জানো! আজ অশ্লেষা, যাত্রা নিষেধ!

বিনায়ক : এই ত্যাখো, বলেছি না মস্ত বড় জ্যোতিষী! কিন্তু কি মুস্কিল জানো! আমার জীবনের দিনগুলোর সঙ্গে পাঁজির দিনগুলো ঠিক মেলে না। 'আমি অশ্লেষাতেই যাত্রা করি সুরু'—আর এই ভাবেই অদৃষ্টকে হাসিমুখে পরিহাস করে এসেছি।

সুমিত্রা : তবু জেনে শুনে—

বিনায়ক : না মিত্রা। জীবনে আমি নিয়মনিষ্ঠার পক্ষপাতী। যেটা স্থির করেছি, তা কর্ত্তব্য। আমার বিধানের কাছে পাঁজির বিধান চলবে না। তুমি তৈরী হয়ে নাও, আজই যাবো। আর দু' ঘণ্টার মধ্যেই। একটা নীল শাড়ী জড়িয়ে নাও—তারপর অস্পষ্ট আঁধারে মিশে যাবে তুমি—একটা রহস্যের মত, একটা স্বপ্নের মত—বিস্মৃত সুরের মত। যাও—যাও মিত্রা, আর দেরী নয়। আজ অশ্লেষা নয়—গোধূলী লগ্নে আজ যাত্রার পরম শুভক্ষণ!

[মঞ্চ ঘুরিয়া গেল]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[দ্বিতীয় দিন রাত্রি।

মধুকুঞ্জ। বহিকক্ষ; যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে মঞ্চ শূন্য। পরে ধীরে ধীরে বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিবে। পরমুহূর্ত্তে প্রবেশ করিবে বিনায়ক। খানিকক্ষণ নীরবতার পর বিনায়ক কথা কহিবে।]

বিনায়ক : দু'দিন আগে পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না বিশ্বজিৎ—আজ তোমাকে আমার পরম আত্মীয় বলে মনে

করছি। তোমার সম্বন্ধে দু একটি কথা মাত্র জেনেছি—বলছিলে তুমি ত আন্দামান ঘুরে এসেছ—কেন গিয়েছিলে?

বিশ্বজিৎ: [হাসিয়া] খুন করেছিলাম।

বিনায়ক: কাকে?

[বিশ্বজিৎ হাসিল]

কাকে খুন করেছিলে?

বিশ্বজিৎ: নিজের স্ত্রীকে। পাড়ার একটা লোকের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে—

[বিনায়ক চমকিয়া উঠিল—কাছে আসিয়া বলিল]

বিনায়ক: I see! তারপর—কি ভাবে খুন করলে?

বিশ্বজিৎ: পাশেই শুয়েছিল। একদিন ঘুমের মধ্যেই গলা টিপে দিলাম! আর জাগে নি!

বিনায়ক: গলা টিপে? [হাসিল] That classical method! I like it very much!

[অভিভূত কণ্ঠে]

—এর মধ্যে একটা রোমাঞ্চ, একটা উত্তেজনা আছে, নিজস্ব কীর্তির স্বরূপটা বেশ প্রত্যক্ষ করা যায়। ধীরে ধীরে দীপ নিভে যায়—মুখের উপর চোখের উপর জীবনের শেষ দীপ্তি মিলিয়ে যায়—আশ্চর্য্য লাগে—

[শম্ভুর প্রবেশ]

বিনায়ক: এই যে শম্ভুও এসেছ! এইবার কাজের কথাগুলো তাহলে হয়ে যাক্! [বিনায়ক বসিল] আমার কাজের কতকগুলি নীতি আছে বিশ্বজিৎ।

বিশ্বজিৎ: থাকাই স্বাভাবিক। বলুন।

বিনায়ক : তুমিও শোনো শম্ভু। [নীরবতা] একটি বিশেষ কাজে আমি ব্রতী হয়েছি। নির্জ্জন স্থান প্রয়োজন—এইজন্যেই এখানে আসা। এ সবই তোমরা জান।

বিশ্বজিৎ : নতুন কিছু থাকে তো বলুন—

বিনায়ক : এইটে আমার প্রথম নীতি—যাকে বলে মন্ত্রগুপ্তি। নতুন কিছু জানতে চেয়ো না—চেষ্টাও কোরো না। অন্যায় কৌতূহল আমি ক্ষমা করি না। আমার নির্দ্দেশ মত কাজ করে যাবে এই পর্য্যন্ত!

বিশ্বজিৎ : বেশ, আপনার দ্বিতীয় কথা?

বিনায়ক : আমি অজাতশত্রু নই—সম্প্রতি দু' একটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আপাততঃ শিবনাথ বলে একটা লোক ছায়ার মত আমার পেছনে ঘুরছে। বিশ্বজিৎ, শিবনাথের ভার তোমার উপর!

বিশ্বজিৎ : পথ থেকে সরিয়ে দিতে চান?

বিনায়ক : যথা সময়ে নির্দ্দেশ পাবে। তোমার কাজের ভার তুমি পেয়েছ শম্ভু—

শম্ভু : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—

বিনায়ক : অশ্লেষায় যাত্রা করেছি—এবার স্থুরু হোলো ত্র্যহস্পর্শ—

শম্ভু : ত্র্যহস্পর্শ?

বিনায়ক : হ্যাঁ। বিশ্বজিৎ, শম্ভু আর বিনায়ক! শুভযোগে কাজ শুরু হোলো—দেখা যাক কি হয়। হ্যাঁ, আর একটি নীতি তোমাদের জানা দরকার—বিশ্বাসঘাতকতা আমি সহ্য করি না—আমার আইনে তার শাস্তি মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক—

বিশ্বজিৎ : বেশ কঠোর আপনার নীতি, নয় কি? কিন্তু কাউকেই কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

বিনায়ক : বিশ্বাস না করাই আমার ধর্ম্ম।

বিশ্বজিৎ : তবে এ কাজে আমাকে নিযুক্ত করার অর্থ ?

বিনায়ক : অর্থ পরিষ্কার—তোমার শক্তিকে বিশ্বাস করি, তোমাকে নয়। আমার কথা শেষ হয়েছে। শম্ভু, সুমিত্রা কোথায় ?

শম্ভু : উপরে—মিতালির সঙ্গে কথা বলছেন।

বিনায়ক : রাত প্রায় দশটা। গেষ্ট হাউসের সংবাদটা নিয়ে এসো—

[শম্ভু চলিয়া গেল]

বিশ্বজিৎ : দেখুন, আমার কাজ মাত্র দু'দিনের—আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কথা দিয়েছি, নড়চড় হবে না। আপনার অনেক নীতি কথা আমি শুনলাম—কিন্তু আমার একটি মাত্র নীতি আপনাকে শুনিয়ে যাচ্ছি···[নীরবতা] আমি কাউকে ভয় করে চলি না!

বিনায়ক : [হাসিয়া] তোমার এ নীতিকে আমি কাজে লাগাবো বিশ্বজিৎ।

[বিশ্বজিতের প্রস্থান। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবে। বিনায়ক চেয়ারে বসিল—ঘরে প্রবেশ করিল সুমিত্রা]

বিনায়ক : নেমে এলে যে মিত্রা! মিতালি কোথায় ?

সুমিত্রা : চলে গেছে। একা একা ভালো লাগলো না!

বিনায়ক : আমি একটু পরে যাবো। তুমি বরং—

সুমিত্রা : বড্ড ভয় করছে আমার। এত বড় বাড়ীতে কি করে দিন কাটবে বুঝি না। আচ্ছা, এ বাড়ীতে আর কে আছে বলতে পারো ?

বিনায়ক : এ আবার কি অদ্ভুত প্রশ্ন মিত্রা! দেউড়ীতে দুটো ঘর। একটাতে থাকবে বিশ্বজিৎ—

সুমিত্রা : বিশ্বজিৎ ? কই, তার কথা তো বলনি—

বিনায়ক : বলিনি বটে! বিশ্বজিৎকে বলেছি, বাড়ীটা পাহারা দিতে। নির্জ্জন বাড়ী, চোর ডাকাতের ভয়ও তো আছে।

সুমিত্রা : অন্য ঘরে তাহলে শম্ভু থাকবে মিতালিকে নিয়ে!

বিনায়ক : হ্যাঁ।

সুমিত্রা : আর এ বাড়ীতে তুমি আর আমি?

বিনায়ক : হ্যাঁ, আমি আর তুমি!

সুমিত্রা : তুমি যখন বলছো তখন তাই। [সহসা বিচলিত কণ্ঠে] তবে পুকুরধারের সেই সাদা বাড়ীটাতে আলো জ্বললো কেন?

বিনায়ক : সেকি? কখন?

সুমিত্রা : একটু আগে মিতালি চলে গেল—ঘুম পাচ্ছিল না—জানালার ধারে এলাম…ওখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায় বাড়ীটা…দেখলাম, আলো জ্বলে উঠলো—তারপর হঠাৎ নিভে গেল! ভয় পেয়ে ছুটে এলাম তোমার কাছে।

[বিনায়ক হাসিয়া উঠিল]

বিনায়ক : ও তোমার চোখের ভুল মিত্রা—কি দেখতে কি দেখেছো। এখন শুতে যাও—

সুমিত্রা : বাড়ীটার কি রকম একটা থমথমে ভাব—আমি কিন্তু বেশীদিন এখানে থাকতে পারবো না বলে, দিচ্ছি—

বিনায়ক : বেশীদিন তো তোমাকে থাকতে হবে না!

সুমিত্রা : [বিস্মিত] সেকি! তবে কিনলে কেন এ বাড়ী?

বিনায়ক : [একটু বিচলিত] না, না,—ঠিক তা নয়! তবে তোমার জন্যে বাড়ী—তুমিই যদি—বুঝতে পাচ্ছো না? মানে—

[দরজায় করাঘাত হইল]

বিনায়ক : কে এলো! আচ্ছা, তুমি যাও এবার!

[সুমিত্রা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল—বিনায়ক দরজা খুলিয়া দিল; শম্ভুর প্রবেশ।]

বিনায়ক : দেখে এসেছো ?

শম্ভু : এখনও ঘুমুচ্ছে।

বিনায়ক : ঘুমুচ্ছে! একেবারে শেষ ঘুম নয় তো ?

শম্ভু : কি যে বলেন Sir! তা একটু ঘুমোকনা! একটু শান্তিতে আছে বেচারা; জাগলেই তো আবার খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করবেন! এদিকে সুমিত্রা দেবী—কিছু সন্দেহ করেন নি তো ?

বিনায়ক : ও ঘরে আলো জ্বলেছিল শম্ভু. সুমিত্রা দেখতে পেয়েছে। কে আলো জ্বাললে ?

শম্ভু : যেই হোক—অরুণবাবু নন তিনি এখনো অন্ধকারে—

[শম্ভু যাইতে উদ্যত]

বিনায়ক : শোনো।

[শম্ভু ফিরিল]

আমি একবার নিজে দেখতে চাই মনে হয়, অরুণ জেগেছিল—

শম্ভু : বেশ তো—নিজে দেখেই সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি বলি কি —এত দুশ্চিন্তায় কি কাজ—একেবারে শেষ ঘুমের ব্যবস্থা করলেই ত গোল মিটে যায়।

বিনায়ক : কি করতে চাও ?

শম্ভু : আজ্ঞে, পোচ্! চমৎকার স্বাদ—এতে শুধু ঘুমোয় আর জাগে না!

[বিশ্রী রকম হাসিতে হাসিতে প্রস্থান। বিনায়ক মুখ ফিরাইল। সহসা পাশের ঘরে একটা শব্দ হইল—কিছু যেন পড়িয়া গিয়াছে! বিনায়ক চমকিয়া চাহিল—পর মুহূর্তেই সন্ত্রস্ত সুমিত্রার প্রবেশ]

বিনায়ক : কি মিত্রা! [সুমিত্রা নীরব] ভয় পেয়েছো ?

সুমিত্রা : পাশের ঘরে একটা শব্দ শুনলে না ?

বিনায়ক : একটা কিছু পড়ে গেছে হয়তো। কিন্তু প্রত্যেক শব্দই যদি চকিত হয়ে ওঠো, তবে ঘুমুবে কি করে ? এ বাড়ী সুরক্ষিত মিত্রা, কোন ভয় নেই—

সুমিত্রা : বড্ড ভয় করছে আমার। রাত্রের অন্ধকারে যেন সমস্ত বাড়ীটা জেগে উঠেছে।

বিনায়ক : আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—দেরী হবে না। তুমি উপরে যাও, আর রাত জেগোনা !

[সুমিত্রা ধীর পদে চলিয়া গেল ; অন্য দরজা দিয়া বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিল]

বিশ্বজিৎ : শিবনাথ এসেছে, দেখা করতে চায় !

বিনায়ক : শিবনাথ ! এত রাত্রে ?

[দরজা উন্মুক্ত হইল—শিবনাথ ঘরে ঢুকিল]

শিবনাথ : সন্ধ্যায় আসতে বলেছিলেন, দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কথার নড়চড় আমি করি না।

[বিনায়ক ইঙ্গিত করিল ; বিশ্বজিৎ বাহিরে চলিয়া গেল।]

বিনায়ক : রাত দশটায় তোমাকে আশা করি নি শিবনাথ। এসেছো যখন আজ রাতটা এইখানেই থেকে যাও। কাল ভোরে উঠে কথা হবে। আমি শম্ভুকে বলে দিচ্ছি, সব ব্যবস্থা করে দেবে এখন।

শিবনাথ : ধন্যবাদ—আমি বরং কালই আসবো। কিন্তু আপনি আমাকে একেবারে পর করে দিয়েছেন। শিবনাথ নেই ; ঐ যে অশিব

যজ্ঞ। দক্ষরাজ অশিব যজ্ঞ করেছিলেন তার কি দশা হয়েছিল জানেন তো! আচ্ছা, তাহলে চলি!

[শিবনাথ দরজা খুলিয়া বাহির হইল—সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজিতের প্রবেশ]

বিশ্বজিৎ : যাবো ?

বিনায়ক : না। একটা বোঝাপড়া ওর সঙ্গে হওয়া দরকার।

বিশ্বজিৎ : শেষ বোঝাপড়াটা কিন্তু আমার সঙ্গে; মনে আছে বোধ হয়—

বিনায়ক : তোমার কাজে যাও বিশ্বজিৎ—আমি একটু ব্যস্ত। [পাশের ঘরে শব্দ, যেন কি পড়িয়া গেল] কে ?

বিশ্বজিৎ : দেখে আসবো ?

বিনায়ক : কিছুক্ষণ আগে সুমিত্রা এই শব্দ শুনেই ভয়ে পালিয়ে এসেছিল। ঘরে কেউ ঢুকেছে—তুমি যাও, আমি দেখছি—। না—না তুমিও এসো আমার সঙ্গে।

[রিভলবার পকেটে পুরিয়া অগ্রসর হইল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।]

—তৃতীয় দৃশ্য—

[দ্বিতীয় দিন—রাত্রি।
প্রায়ান্ধকার একটি কক্ষ; একটি লোকের পশ্চাৎভাগ দেখা যাইতেছে। লোকটা টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি

যেন দেখিতেছে। ঘরে ঢুকিল বিনায়ক ও বিশ্বজিৎ। দুইজনে দুইদিক হইতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। লোকটি নির্ব্বিকার, দুইজনে রিভলভার বাগাইয়া ধরিল। লোকটি হঠাৎ পেছন না ফিরিয়াই কথা কহিল।]

আগন্তুক : এই যে আপনারা এসেছেন? অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন কিন্তু! প্রায় আধ ঘণ্টা!

বিনায়ক : তাই তো দেখছি! এবার শ্রীমুখটি একবার ফেরান তো!

[আগন্তুক মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

অশোকবাবু যে! নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এসেছেন বুঝি?

অশোক : ঠিক ধরেছেন। কিন্তু নেমন্তন্ন করে, রিভলবার দেখানো—এই কি ভারতীয় আতিথ্যের নিদর্শন?

বিনায়ক : মাপ কর্ব্বেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রাত দশটার পর গোপনে চোরের মত ঘরে ঢুকবেন—এতটা আশা করিনি। তাহলে আপনি আমাদের অতিথি। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। আঃ বিশ্বজিৎ, এখনো রিভলবার উঁচিয়ে আছো—Put that in your pocket!

[কিছুক্ষণ নীরবতা। বিনায়ক হাসিয়া উঠিল]

গৃহকর্ত্রী মানে সুমিত্রা দেবী বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনার পরিচর্য্যার ভার আপাততঃ শম্ভুর ওপর। শম্ভুকে ডেকে দাও বিশ্বজিৎ। এক কাপ চা অন্ততঃ—

[বিশ্বজিৎ চলিয়া গেল]

অশোক : চা খেতে আমি আসিনি বিনায়কবাবু!

বিনায়ক : তবে কোকো।

অশোক : রহস্য ছাড়ুন। [উঠিয়া দাঁড়াইল] অরুণকে কোথায় রেখেছেন আমি জানতে চাই !

বিনায়ক : অরুণবাবু? তা বেশ তো—এতো সামান্য ব্যাপার। দেখা হবে। তার আগে চা-টা খেয়ে একটু সুস্থ হোন—পরে বরং—

অশোক : তার আগে অরুণ কোথায় বলুন !

বিনায়ক : বেশ তাঁর কাছেই নিয়ে যাবো। কিন্তু একটা সর্ত্ত—আপনার সঙ্গে যে অস্ত্রটি আছে, এখানে রেখে যেতে হবে।

অশোক : যদি না রাখি !

বিনায়ক : কেড়ে নেবো।

অশোক : জোর করে ?

বিনায়ক : অগত্যা। দেখুন অশোকবাবু, ছলনার কোন প্রয়োজন দেখি না। আপনি মধুকুঞ্জের অতিথি কিন্তু এর গুপ্ত নাম মৃত্যুপুরী··· পরে প্রমাণ পাবেন। আশা করি হঠকারিতা কর্ব্বার লোভ আপনার হবে না।

অশোক : বেশ, এই নিন আমার অস্ত্র। কিন্তু এর জবাব আপনি পাবেন !

[বিনায়ক অট্টহাস্য করিয়া উঠিল]

বিনায়ক : আপনি সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করেছেন অশোকবাবু···এখানে যারা আসে, পথে তাদের ফিরে যাবার পায়ের চিহ্ন পড়ে না। [শম্ভুর প্রবেশ] শম্ভু··তোমার আর একটি অতিথি। ওকে অতিথিশালায় ঘুমের ব্যবস্থা করে দাও। জানো ত' অতিথি দেবতা, অভ্যর্থনায় যেন বিন্দুমাত্র ত্রুটি না হয় !

[অশোক যাইতে উদ্যত হইল]

শুনুন। [অশোক ফিরিয়া চাহিল] আশ্চর্য্য আপনার দিব্যদৃষ্টি। আপনি বলেছিলেন না...এক যাত্রায় পৃথক ফল নেই—যান, এবার বন্ধুর সঙ্গে এক যাত্রায় সমান ফল ভোগ করুন। গুড্ নাইট! গুড্ নাইট!

[মঞ্চ ঘুরিবে]

—চতুর্থ দৃশ্য—

[দ্বিতীয় দিন—রাত্রি।

গেষ্ট হাউসের স্বল্পালোকিত কক্ষ। বিছানায় এক ব্যক্তি শুইয়া আছে। অশোক প্রবেশ করিল, পশ্চাতে

শম্ভু : এইটি আপনার বিশ্রাম কক্ষ।

অশোক : বিছানায় কে?

শম্ভু : অরুণবাবু! আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি আসছি।

[শম্ভুর প্রস্থান—অশোক মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিল। তারপর ধীরে ধীরে শয্যার পার্শ্বে আসিয়া ডাকিল—]

অশোক : অরুণ! অরুণ! [সাড়া আসিল না] অরুণ! [সাড়া নাই] [ঠেলিয়া] অ রুণ

[শম্ভু খাবার হাতে প্রবেশ করিল]

শম্ভু : [হাসিয়া] ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনি খেয়ে নিন—Frist class pudding! কুটির শিল্প Sir—বাজারে এ জিনিষ পাবেন না। একটু মুখে দিয়ে দেখুন—তৃপ্তি পাবেন। আচ্ছা আসি!

[দরজায় তালা দিয়া শম্ভু চলিয়া গেল। অশোক টেবিলের দিকে অগ্রসর হইল। হঠাৎ পেছন ফিরিয়া দেখিল—অরুণ উঠিয়া আসিয়াছে]

অশোক : তুই ঘুমিয়ে ছিলি না?

অরুণ : না, দু'ঘণ্টা আগেই ঘুম ভেঙ্গেছে। ভোর আটটা থেকে রাত আটটা—বারো ঘণ্টা ঘুমিয়েছি।

অশোক : সে কি?

অরুণ : চকোলেট খেয়েছিলাম—বিষাক্ত চকোলেট! পুডিং সরিয়ে রেখে দে, ওতে বিষ আছে। ভালো কথা, বিনায়কের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

অশোক : হ্যাঁ, এ পর্য্যন্ত তিনবার। প্রথম দেখেই চিনতে পেরেছি—পায়ে সেই কাটা দাগটা এখনও জল জল করছে।

অরুণ : এখানে কি করে এলি?

অশোক : তোকে হোটেলে ফিরতে না দেখেই বিপদের আশঙ্কা করেছিলাম—বিনায়ককে যে মুহূর্ত্তে চিনলাম—বুঝতে আর বাকি রইল না যে তোকে কৌশলে এ বাড়ীতেই এনে রেখেছে। তাই স্বেচ্ছায় বিপদ জেনেও ধরা দিয়েছি—কিন্তু এখন কি উপায়?

অরুণ : Wait!

[অরুণ দরজা পর্য্যন্ত গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তারপর ফিরিয়া আসিয়া—]

দরজায় তালা পড়েছে। অশোক, খুব ভেবে এখন অগ্রসর হতে হবে। মুহূর্ত্তের ভুলে সর্ব্বনাশ হয়ে যেতে পারে!

অশোক : মুস্কিল হয়েছে, অপরাধী সনাক্ত হবার পর আর সময় পাওয়া গেল না। সুমিত্রা দেবীকে সতর্ক করেছি, কিছুতেই বোঝানো গেল না। সোজা পতঙ্গের মতো আগুনে এসে ঝাঁপ দিলেন।—ওকে দেখেছিস?

অরুণ : কিছুক্ষণ আগে জানালার কাছে এসে দাঁড়াতেই—মধুকুঞ্জের ঐ কোণের ঘরটায় দেখলাম সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছে! সঙ্কেত করেছিলাম—কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই জানালা বন্ধ হয়ে গেল!

[অস্থির ভাবে পায়চারী করিতে লাগিল—
তারপর সহসা অশোকের নিকটে আসিয়া—]

আমরা এখানে বন্দী—সুমিত্রার চরম বিপদ যে কোন মুহূর্ত্তেই ঘটে যাবে, কিছু করতে পারবো না, এ চিন্তা আমার অসহ্য—

অশোক : কিন্তু সে কোথায়? সে'ত এলো না!

অরুণ : কার কথা বলছিস্?

অশোক : চন্দ্রশেখর!

অরুণ : সে আসবে। তাকে রুখবার শক্তি কারো নেই!

অশোক : আমি চলে যাবো?

অরুণ : কোথায়?

অশোক : পুলিশে সংবাদ দিতে—

অরুণ : যাবে কি করে? ঐ জানালা বাড়ীর ভিতর দিকে, ধরা পড়লে বিপদ আরো সঙীন হয়ে উঠবে। তার চাইতে সুযোগের প্রতীক্ষা করা যাক। কোন ঘরে ফোনটা রয়েছে জানি না। একবার ফোনটা পেলে—

অশোক : চুপ! কারা আসছে!

অরুণ। মড়ার মত পড়ে থাক অশোক—খুব সাবধান!

[অরুণ পুডিং লইয়া পকেটে পুরিয়া ফেলিল—
তারপর বিছানায় নিঃসাড়ে পড়িয়া রহিল—
অশোক মেঝের উপরেই উপুড় হইয়া শুইয়া
পড়িল। একটু পরেই দরজা খুলিয়া গেল।
তীব্র টর্চের আলো আসিয়া পড়িল—অশোক
ও অরুণের মুখে। টর্চ নিভিয়া গেল। ঘরে
প্রবেশ করিল বিনায়ক ও শম্ভু।]

শম্ভু : এঃ, একেবারে সবটা পুডিং গিলে ফেলেছে। দেখছেন ? একদম flat!

[বিনায়ক অগ্রসর হইয়া অরুণকে পরীক্ষা
করিল।]

বিনায়ক : নাঃ ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু সুমিত্রা যে—

শম্ভু : ভয়ের চোখে দেখেছিলেন, ভুলই দেখে থাকবেন হয় তো

বিনায়ক : ভুল। তা হবে।

শম্ভু : কিন্তু এদের কি করা যাবে ?

বিনায়ক : সুমিত্রার কাছ থেকে এদের দূরে রাখা কঠিন। সতর্ক থেকো—আর একটা দিন……

শম্ভু : তাতে কি লাভ ? এরা যদি বেঁচে থাকে—

বিনায়ক : You are a fool! এরা বেঁচে থাকবে না—এরা আমার মহাযজ্ঞের প্রথম বলি। আর কাল রাত্রিই এদের কাল-রাত্রি…

[বিনায়ক হাসিয়া উঠিতেই যবনিকা পড়িবে।]

—তৃতীয় অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য

[তৃতীয় দিন ভোর।

মধুকুঞ্জ—বহিঃকক্ষ। সুমিত্রা টেবিল গুছাইতেছে। মিতালি দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিল।

মিতালি : দিদিমণি,—অ' দিদিমণি, দেখবে এসো—

সুমিত্রা : কি দেখবো আবার?

মিতালি : কি চমৎকার মেঘ করেছে আকাশে—লাল, শাদা, কালো। ছাদ থেকে দেখে এলাম। তুমিও দেখবে চল না।

সুমিত্রা : আমার দেখে কাজ নেই মিতালি। কাজের সময় বিরক্ত করিস না—ভালো লাগে না।

মিতালি : ভালো লাগে না?

সুমিত্রা : না। আকাশে মেঘ দেখলে যাদের মন নেচে ওঠে, সেই কবিদের দলে আমি নই। ভোরের আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়, মনে হয় দিনটা ভালো যাবে না।

মিতালি : আমি কিন্তু মেঘ দেখলে খুশী হয়ে উঠি......

সুমিত্রা : তাহলে তুই মস্ত একটা কবি। এখন একটা কাজ কর দেখি—শোবার ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখগে যা, বড্ড নোংরা হয়ে আছে!

[মিতালি চলিয়া গেল। সুমিত্রা টেবিল হইতে ফুলদানীটি লইয়া পরিষ্কার করিতে

যাইবে এমন সময় শিবনাথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।]

শিবনাথ : এই যে বৌদি…নমস্কার!

[ফুলদানীটা সুমিত্রার হাত হইতে মাটীতে পড়িয়া গেল।]

সুমিত্রা : আপনি…

শিবনাথ : চিনতে পারেন নি বুঝি? ওবাড়ীতে আর একবার দেখা হয়েছিল, মনে নেই? কিন্তু, আমাকে দেখে আপনি অমন অবশ হয়ে পড়েন কেন বলুন তো? সেদিন ভেঙ্গে গেল চায়ের কাপ, আজ আবার……

সুমিত্রা : [অনেকটা আত্মস্থ হইয়া] কাকে চান?

শিবনাথ : প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন মনে হচ্ছে। ঐ চাওয়া পাওয়ার হিসেব নিকেশটাই যে আজ পর্য্যন্ত হোলো না সুমিত্রা দেবী! গৃহস্বামী গৃহে আছেন কি?

সুমিত্রা : বসুন…ডেকে দিচ্ছি।

[সুমিত্রা দ্রুতপদে চলিয়া গেল। শিবনাথ বসিল না, চারিদিকে চাহিয়া সোজা সে টেবিলের কাছে সরিয়া আসিল। একটি ড্রয়ার খুলিয়া কি খুঁজিল…পাইল না…আর একটি টানিয়া দেখিল…বন্ধ।

তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র হস্তে পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া ড্রয়ার খুলিল…ভিতর হইতে কি একটা বস্তু বাহির করিয়া পকেটে রাখিল…তারপর ড্রয়ার বন্ধ করিতেই দেখা

গেল ঘরে বিশ্বজিৎ ঢুকিতেছে, বিশ্বজিতের মুখে মৃদু হাসি। বিশ্বজিৎ সোজা আসিয়া শিবনাথের মুখোমুখী দাঁড়াইল···তারপর কহিল···]

বিশ্বজিৎ : তারপর···যা খুঁজছিলে, পেয়েছো?

শিবনাথ : [বিচলিত হইয়া] কি খুঁজছিলাম? কখন?

বিশ্বজিৎ : কেন, পরশ পাথর! তারই সন্ধানে ত গিয়েছিলে ব্যারন্‌স্ বার-এ?

শিবনাথ : [অনেকটা আত্মস্থ] ও, হ্যাঁ। কিন্তু পরশ পাথর ত পাইনি··· সে না পাওয়ারই মতো। [হাসিয়া] পরশ পাথর কি আর কেউ পায়? তারপর খুঁজবো কখন? আমাকেও যে ইদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

বিশ্বজিৎ : তাহলে তুমিও একটি রত্ন! তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কে?

শিবনাথ : আজ্ঞে পুলিশ। লজ্জায় দিনের বেলা বেরুতেই পারি না। হঠাৎ চার চোখে মিলন হয়ে গেলেই রোমাঞ্চকর ব্যাপার হয়ে উঠবে··· বুঝতে পারছেন না?

বিশ্বজিৎ : তুমি চতুর শিবনাথ। তবু নিজেকে অপরাজেয় মনে করো না। তোমাকে বধিবে যে—ঐ যে বিনায়কবাবু এসে পড়েছেন।

[বিশ্বজিৎ বাহির হইয়া গেল। অন্যমনস্ক ভাবে বিনায়ক প্রবেশ করিল – হাতে একখানি ফটো –বিনায়কের দৃষ্টি সেই দিকে—। হঠাৎ যেন শিবনাথকে দেখিতে পাইয়া কহিল—]

বিনায়ক : কতক্ষণ এসেছো শিবনাথ!

[ফটো টেবিলের উপর রাখিয়া চেয়ারে বসিল।]

শিবনাথ : সুপ্রভাত। এই ত এলাম—

বিনায়ক : তোমার Business talk সুরু করতে পারো। পরশু থেকে কালো ছায়ার মত তুমি আমার পেছনে ঘুরছো। তোমার অভিপ্রায় কি আমারও জানা দরকার। দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

[দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল]

হ্যাঁ, এইবার বলো—

শিবনাথ : অভিপ্রায় জলের মত স্বচ্ছ। আমার প্রথম জিজ্ঞাস্য…আপনি আমাকে শত্রুভাবে দেখতে চান না মিত্র ভাবে?

বিনায়ক : এ প্রশ্নের মানে?

শিবনাথ : আপনার প্রথম বিজ্‌নেস্‌-এ সেণ্ট পারসেণ্ট লাভ…আমার জন্যেই তা সম্ভব হয়েছিল…একথা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। সেই রাত্রির বিভীষিকা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই। মেঘ কেটে গেল, চাঁদও উঠলো—কিন্তু আপনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। লাভের বখরা আমি পেলাম না। কত খুঁজেছি আপনাকে…দেখা যখন পেলাম, দ্বিতীয়বার Business field-এ নাবছেন—শিবনাথ আপনার জীবন থেকে মুছে গেছে। আপনার জন্যে আমি জীবন দিতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু অকৃতজ্ঞতা আমি মেনে নেবো না।

বিনায়ক : কি করবে তাহলে?

শিবনাথ : সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ্য!

বিনায়ক : পুলিশের সাহায্য নেবে না নিশ্চয়ই!

শিবনাথ : আপনি জানেন, পুলিশ আমাকে ভালবাসে না। আমি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী।

বিনায়ক : তাই তো ! অনেক উন্নতি হয়েছে তোমার দেখতে পাচ্ছি……

শিবনাথ : তা খানিকটা হয়েছে। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আমার নালিশ আছে স্যর। গরীবের ছেলে শিবনাথ লেখাপড়াও শিখেছিল। অর্থের লোভ দেখিয়ে, চাকুরীর আশ্বাস দিয়ে আপনারই স্বার্থ সাধনের জন্য…নিয়ে এলেন তাকে আপনার পথে। শপথ করে-ছিলেন আমাকে যদি কোনো কারণে ধরা পড়তে হয়, আমার স্ত্রী আর একটিমাত্র কন্যার দায়িত্ব নেবেন আপনি।

বিনায়ক : শপথ করেছিলাম। কিন্তু ওটা চাণক্যের নীতি…কৌশলে তোমাকে আয়ত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

শিবনাথ : চাণক্যনীতি আমার পড়া ছিল না। আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম। আপনি নির্বিঘ্নে পালিয়ে আসবার পর একটা সামান্য অপরাধে আমার জেল হয়ে যায়। জেল থাকতেই আমি সংবাদ পেয়েছি…অসহ্য দুঃখ কষ্ট, অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে আমার স্ত্রীর দিন চলছে! তারপর আমার একমাত্র কন্যার মৃত্যু সংবাদ। কারাগারের বন্দী জীবন অসম্ভব মনে হোলো, একদিন রাত্রে পালিয়ে এলাম…

বিনায়ক : পালিয়ে এসেছ ?

শিবনাথ : কিন্তু স্ত্রীকে খুঁজে পাইনি…শোকে দুঃখে উন্মাদিনী হয়ে কোথায় যে সে চলে গেছে কেউ বলতে পারে না। হঠাৎ আপনার কথা মনে হোলো…। ভাবলাম, আমার পরম হিতৈষীর সঙ্গে দেখা করে যাই !

[বাইরে দরজার পাশে বিশ্বজিতের মূর্তি সরিয়ে গেল…বিনায়ক চেক বই বাহির করিল।]

বিনায়ক : কত পেলে তুমি আমার ছায়া মাড়াবে না ?

শিবনাথ : পঞ্চাশ হাজার।

বিনায়ক : উত্তম প্রস্তাব। just wait ! [তারপর চেক লিখিয়া সই করিল] এই নাও !

শিবনাথ : [চেক লইয়া উঠিল] একি—এ সই যে পঞ্চানন মুখুজ্যের ! চাণক্যের আর একটা নামও ছিল···আপনার কত নাম বলুন তো ! অবশ্য নিজের নামে আপনি টাকা রাখবেন···অত নির্ব্বোধ আপনি নন। কিন্তু চেকটা Dis honoured হবে না তো ?

বিনায়ক : তোমার স্পর্দ্ধা প্রশংসার যোগ্য শিবনাথ।

শিবনাথ : [হাসিয়া] Sorry ! ভুলেই গিয়েছিলাম—You are an honourable man ! যাক্, এই হোলো ভালো। স্ত্রীকে যদি খুঁজে পাই···খুব দূর দেশে গিয়ে আবার ঘর বাঁধবো···যেখানে পুলিশ আর আমার সন্ধান পাবে না। নমস্কার স্যর···

[শিবনাথ ফিরিল। দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, হঠাৎ বিনায়ক ড্রয়ার হইতে রিভলবার বাহির করিয়া গুলি করিল···গুলি বাহির হইল না। দুই তিনবার চেষ্টা করিল, গুলি নাই। শিবনাথ না ফিরিয়াই দাঁড়াইল··· হাসিয়া উঠিয়া কহিল—]

শিবনাথ : মালা-বদল হয়ে গেছে স্যর। আপনি ঘরে আসবার আগেই। ওটা আমার—ওটাতে গুলি নেই···এই যে আপনারটি আমার হাতে !

[শিবনাথ ফিরিয়া সম্মুখে আসিল। তারপর রূঢ়কণ্ঠে কহিল—]

নোংরামিতে আমিও কম নই···কিন্তু অত উর্দ্ধে এখনও উঠতে পারি নি।

[দ্বারপ্রান্তে আবার বিশ্বজিৎকে দেখা গেল···বিনায়ক সেইদিকে চাহিয়া কহিল—]

বিনায়ক : আমি যে কত উর্দ্ধে যেতে পারি তা তুমি জানো না শিবনাথ!

শিবনাথ : জানবার আগ্রহ রইলো। এই নিন্ আপনার চেক···এতে আর আর আমার প্রয়োজন নেই···মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অর্থের মোহ আমার চলে গেছে···গুড্ বাই!

বিনায়ক : ওকে জীবন্ত যেতে দিও না বিশ্বজিৎ—

[শিবনাথ ফিরিল ; বিশ্বজিৎ রিভলবার হাতে অগ্রসর হইল]

শিবনাথ : বাঃ আজ আমার সুপ্রভাত সন্দেহ নেই। কিন্তু এক মিনিট!

[স্তব্ধতা। বিশ্বজিৎ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

আমি জীবিত না থাকলে আপনার ক্ষতি। আপনাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারি একমাত্র আমি। [স্তব্ধতা] বিশ্বাস হচ্ছে না? এই নিন আপনার অস্ত্র।

[টেবিলে রিভলবার রাখিয়া দিল]

সবাই মিলে মরে লাভ নেই বিনায়কবাবু···সবাই যাতে বেঁচে থাকতে পারি—

বিনায়ক : রহস্য ছাড়ো শিবনাথ। কি বলতে চাও তুমি?

শিবনাথ : আপনার সেনাপতিকে রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে বলুন!

[বিনায়ক ইঙ্গিত করিল···বিশ্বজিৎ কক্ষ ত্যাগ করিল।]

বিনায়ক : এইবার বলো !

শিবনাথ : সোনিয়ার সন্ধান মিলেছে !

[কক্ষে বজ্রপাত হইলেও বিনায়ক এতটা চমকিত হইত না…তাহার আর্ত্তকণ্ঠ হইতে অস্ফুট চীৎকার বাহির হইল—]

বিনায়ক : সোনিয়া !

[শিবনাথের মুখে মৃদু হাসি]

কিন্তু……কিন্তু সে তো কবে মরে গেছে !

শিবনাথ : সোনিয়ার কঙ্কাল এখনো বেঁচে আছে। মাটীর উপরে সবুজ ঘাস…বিচিত্র ফুল, তারই নীচে সেই কঙ্কাল এতদিন বোধহয় আপনারই প্রতীক্ষা করেছিল…আপনাকে ভালবাসতো কিনা।

[হাসিয়া উঠিল]

বিনায়ক : তারপর ?

শিবনাথ : খুঁজে পেয়েছিল বাগানের মালী…দৈবাৎ আপনার খোঁজে সেইখানেই গিয়েছিলাম। মালীকে প্রচুর অর্থে বশ করে গোপনে রাত্রির অন্ধকারে বাক্সে প্যাক্ করে আমি সেই কঙ্কাল নিয়ে আসি আমার কাছে।

বিনায়ক : তোমার কাছে !

শিবনাথ : তার হাতে আপনারই নামাঙ্কিত আংটি…ভালবেসে দিয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি আর খুলে নিতে পারেন নি, কটিতে সেই সাতনরী হার…মনোমোহিনী মূর্ত্তি ! আমার স্বীকারোক্তি, মালীর সাক্ষ্য সব শুদ্ধ চলে যাবে সেই মূর্ত্তি পুলিশের জিম্মায়…এ ব্যবস্থা আমি করে তবেই আপনার কাছে আসতে সাহসী হয়েছি। এখান থেকে যদি আমি না ফিরি…

বিনায়ক : আমাকে বাঁচাও শিবনাথ। যত টাকা চাও…দেব। কঙ্কাল আমাকে ফিরিয়ে দাও।

[শিবনাথ হাসিয়া উঠিল]

শিবনাথ : বলেন কি? শেষে কঙ্কালের প্রেম—? কিন্তু কঙ্কাল নিয়ে করবেন কি? তার বক্ষে ত আর সুধা সঞ্চিত নেই, চোখে কটাক্ষ নেই—নৃত্যের ভঙ্গিমায়, বাহুলতার হিল্লোলে পদ্ম আঁখি দুটি আর ত নেচে ওঠে না, কণ্ঠে নেই আবেগ মধুর ভাষা—নেই যৌবনের সেই উন্মাদনা! কঙ্কাল আপনার কোন কাজে লাগবে?

বিনায়ক : আমার জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন নিয়ে পরিহাস কোরো না শিবনাথ! আমাকে ফিরিয়ে দাও…তুমি যা চাও সব আমি দিতে প্রস্তুত।

শিবনাথ : ভয় কি…সন্ধ্যার অন্ধকার আগে গাঢ় হোক—মুখচন্দ্রিকা তখনই হবে। আপনার সোনিয়াকে আপনি পাবেন!

বিনায়ক : বেশ, তবে তাই…তাই হবে শিবনাথ। অন্ধকারের রাণী আমার অন্ধকারেই ফিরে আসুক। তেতলায় আমার ডার্করুমের দরজা খোলাই রাখবো, সেখানেই রেখে দিও শিবনাথ—সুমিত্রা না দেখতে পায়—

শিবনাথ : এবার তবে যেতে পারি?

বিনায়ক : হ্যাঁ। সন্ধ্যায় এসো।

[শিবনাথ একটু হাসিল…তারপর চলিয়া গেল। বিনায়ক টেবিলের কাছে আসিয়া ফটোটি তুলিয়া লইল…সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিল সুমিত্রা…]

সুমিত্রা : লোকটা চলে গেছে?

[বিনায়ক ফিরিয়া চাহিল]

বিনায়ক : হ্যাঁ! শিবনাথকে যে তুমি কি চক্ষে দেখেছ, তুমিই জানো? যাক্‌…এদিকে এসো তো। এই ফটোটা চিনতে পারো?

[সুমিত্রা দেখিল এবং পরমুহূর্ত্তেই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—]

বিনায়ক : ডান চোখের নীচে ওই কালো তিল দেখেছ? তাছাড়া চিবুকের পাশটা…ঠিক যেন—

সুমিত্রা : [আর্ত্তকণ্ঠে] অরুণদা! অরুণদা খুন হয়েছেন? কোথায় পেলে এই ফটো?

বিনায়ক : নিশ্চিন্ত থাকো মিত্রা। অরুণদার মত, কিন্তু অরুণদা নয়। তোমাকে বলেছিলাম—বাড়ীর সামনেই একটা লোক খুন হয়েছিল পরশু সন্ধ্যায়—ফটো নিয়েছিলাম আমিই…আজ ভোরে ডেভলপ্‌ করেছি। অরুণদা হতে পারেন না…তিনি ও-বাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন রাত ন'টার পর…বুঝতেই পাচ্ছো!

সুমিত্রা : হ্যাঁ, কিন্তু আশ্চর্য্য মিল।

বিনায়ক : সেটা অস্বীকার করে লাভ নেই। কিন্তু মিল তো এ রকম অনেক থাকতে পারে। [হাসিয়া] সেদিন অরুণদা বলছিলেন আমার মত কাকে দেখেছেন; আমি আজ বল্‌ছি, তোমার সাদৃশ্যও আমি দেখেছি।

[সুমিত্রার চোখে কৌতুক]

সুমিত্রা : সেকি? কোথায়? আমার চেয়েও সুন্দরী নয় তো?

বিনায়ক : না—না: কোন মেয়ে নয়। তবু সাদৃশ্য আছে। ধরো…তোমাকে দেখলে আমার মনে পড়ে যায়—নিভৃত রজনীর রজনীগন্ধা!

সুমিত্রা : বলো কি?

বিনায়ক : হ্যাঁ, তাই বলে, ত তুমি রজনীগন্ধা নও! আজ খুব ভোরে তুমি যখন স্নান করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে—মনে হোলো যেন তুমি ভোরের সাহানা—ঐ চোখে যেন কোমল নিখাদের—

সুমিত্রা : আঃ থামো! এতও জানো তুমি!—কিন্তু বাইরে যাচ্ছো কি?

বিনায়ক : একটু যেতে হবে—কয়েকটা জরুরী কাজ আজকেই শেষ করা দরকার। আমার জন্যে তুমি বোসে থেকো না—নিতাই রয়েছে, ওখানেই খেয়ে নেবো।

সুমিত্রা : কি এমন জরুরী কাজ?

বিনায়ক : তোমার গয়নার বাক্সটা ও-বাড়ীতে পড়ে রয়েছে—সেটা নিরাপদ নয়। তাছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে কিছু টাকাও তুলতে হবে—

সুমিত্রা : বেশী দেরী কোরো না। একা আমার ভাল লাগবে না—তা ছাড়া—অকালের মেঘে আজ সকাল থেকেই আকাশ ছেয়ে আছে—তোমার জন্যে ভাববো কিন্তু—

বিনায়ক : শম্ভু রইলো, ওকেই সব বলে গেলাম। আমি সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবো। ভালো কথা, ফুলের বাগানের কাজটাও এইবার আরম্ভ করে দিতে চাই। যন্ত্রপাতিগুলো এই সঙ্গেই কিনে নিয়ে আসবো। ফুল তুমি ভালোবাসো—না মিত্রা!

সুমিত্রা : [হাসিয়া] তুমি ভালোবাসো না?

বিনায়ক : নিশ্চয়ই! ফুল আর ফুলের মত মেয়ে, দুই-ই আমি ভালবাসি!

সুমিত্রা : ঈশ্! ক-ত! এত বড় একটা বাড়ীতে আমাকে একলা ফেলে রেখেছ! আচ্ছা—ও বাড়ীতে আমার একটা ছবি তুলেছিলে—সেটা প্রিণ্ট্ করবে না?

বিনায়ক : ভোলো নি দেখছি! হ্যাঁ, আজই কর্ব্ব, ফিরে এসে!

সুমিত্রা : ও হ্যাঁ, তোমাকে বলবো ভাবি কিন্তু ভুলে যাই। তেতলার ছাদে সেই ছোট ঘরটা—সেটা কাল থেকে বন্ধ দেখছি। কেন?

বিনায়ক : ওটা আমার ডার্করুম! আচ্ছা, সাবধানে থেকো, আমি যাচ্ছি—

[বিনায়কের প্রস্থান। সুমিত্রা জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—শম্ভু প্রবেশ করিল—হাতে ফুল।]

শম্ভু : মিতালি ফুলগুলো তুলেছিল—নিয়ে এলাম।

সুমিত্রা : ঐ টেবিলটাতে রেখে দাও।

[শম্ভু ফুলদানীতে ফুল সাজাইয়া চলিয়া গেল, ফোন বাজিয়া উঠিল—সুমিত্রা ধরিল]

সুমিত্রা : হ্যাল্লো! কে? জগদীশবাবু? বাড়ীওয়ালা? ও, হ্যাঁ, নমস্কার। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু উনি যে এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন—হ্যাঁ বলুন,···সেকি? এ বাড়ী কেনা হয়নি? বলেন কি! আমি ত এর বিন্দু বিসর্গ—ও, আপনি এক্ষুণি আসছেন? ধন্যবাদ।

[সুমিত্রা ফোন রাখিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া চেয়ারে বসিল। শম্ভু আবার প্রবেশ করিল।]

শম্ভু : কেউ ফোন করছিল বুঝি?

সুমিত্রা : নিজের কাজে যাও শম্ভু।

শম্ভু : [হাসিয়া] আমার আর কাজ কিচ্ছু নেই। মিতালি আমাকে ছুটি দিয়েছে। জেদ চেপেছে, আজ ও রান্না করবে—রান্নাঘরে খুব মেতে গেছে। ভাবলাম, ছেলেমানুষ, সখ যখন চেপেছে—

সুমিত্রা : ভালোই তো!

শম্ভু : এদিকে আবার আমাকেই সবদিক দেখতে হচ্ছে। যাই দেখি, ওদিকে আবার—

সুমিত্রা : [ইজিচেয়ারে পা এলাইয়া দিয়া] শোনো, একটু বাদে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

শম্ভু : আপনার কাছে ? এদিকে আবার—

সুমিত্রা : তোমার এদিকে আর ওদিকে থামাও দেখি—

[বৈদ্যুতিক বেল বাজিল]

ওই যে এসে পড়েছেন—যাও শম্ভু—ওঁকে এই ঘরেই নিয়ে এসো—

শম্ভু : এই ঘরে ? বাবু নেই—

সুমিত্রা : যা বলছি তাই করো।

[শম্ভুর প্রস্থান ও জগদীশবাবু সহ পুনঃ প্রবেশ।]

জগদীশ : নমস্কার !

সুমিত্রা : আসুন। শম্ভু, তুমি দেউড়ীতে চলে যাও।

[শম্ভুর প্রস্থান]

জগদীশ : আমার আসবার কোন দরকার ছিল না। অসময়ে এসে হয়তো অসুবিধা করলাম। [বসিলেন]

সুমিত্রা : অসুবিধে কিছুই হয় নি। আপনার মুখেই আমি সব কথা শুনতে চাই !

জগদীশ : আজ্ঞে কথা যা বলবার বলা হয়েছে। মাত্র তিন দিনের জন্যে বাড়ীটা ভাড়া নেবেন, বিনায়কবাবুর সঙ্গে আমার সেই রকম কথাবার্ত্তাই হয়েছিল।

[পকেট হইতে রসিদ বাহির করিয়া]

আগাম ৩০০৲ টাকার এই রসিদটাও নিয়ে এসেছি। এই দেখুন—

সুমিত্রা : রসিদটা আমার কাছেই থাক।

জগদীশ : তা থাকবে বই কি! বিনায়কবাবু অবশ্য বলেছিলেন, রসিদের কোন দরকার নেই—কিন্তু তাই কি হয় বলুন তো? একটা লৌকিকতা তো আছে—[হঠাৎ হাসিয়া] কিন্তু ব্যাপারটা আপনি কিছুই জানেন না এই আশ্চর্য্য!

সুমিত্রা : হয়তো ওঁর বাড়ীটা কেনবার ইচ্ছেই ছিল—আমাকে সেই কথাই বলেছিবেন—পরে হয়তো মত বদলেছেন। সে সব কথা থাক—আপনার সঙ্গে যে কথা হয়েছে সেই রকমই কাজ হবে।

জগদীশ : ধন্যবাদ! কথাটা কি জানেন—বাড়ীটার জন্যে অনেক পার্টি আসছে—কালকেই খালি করা দরকার, এই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া। জানেন তো, গরজ বড় বালাই! [উঠিলেন] আচ্ছা আজ উঠি আমি। ওকে বলবেন—কাল ভোরেই আমি আসবো—নমস্কার!

সুমিত্রা : তাই বলবো—নমস্কার।

[সুমিত্রা সঙ্গে আসিল—জগদীশবাবু চলিয়া গেলেন। সুমিত্রা রসিদটি লইয়া দেখিতে লাগিল।]

সুমিত্রা : তিনদিনের ভাড়া তিনশো টাকা! বাড়ী তাহলে কেনা হয়নি—। সব স্বপ্ন, সব মিথ্যে! লাখ টাকার প্রাসাদ আমার এক মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল আর সেই ধ্বংস স্তূপের উপর জেগে রইল এক বিরাট প্রশ্ন—কেন? কেন এই ছদ্মবেশ? কেন এই প্রতারণা?

[ধীরে ধীরে মিতালি প্রবেশ করিল]

মিতালি : খাবে এসো দিদিমণি, রান্না হয়ে গেছে !

[সুমিত্রা মুখ তুলিল—মিতালি কাছে আসিল—]

একি ! তুমি কাঁদছো ?

সুমিত্রা : কই, কখন আবার কাঁদলাম ?

মিতালি : এই যে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

সুমিত্রা : তুই বলছিলি না—সকাল থেকেই মেঘ জমেছে আকাশে—অন্ধকারের মতো কালো মেঘ থেকে কি জল ঝরবে না ? মনের মেঘ কি গলবে না ?

[হাতে মুখ ঢাকিল—মিতালি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মঞ্চ ঘুরিল।]

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

[তৃতীয় দিন—অপরাহ্ণ।
গেষ্ট হাউস। অরুণ চিন্তান্বিত, বিছানায় বসিয়া আছে। সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশোক।]

অরুণ : [ঘড়ি দেখিল] পাঁচটা বেজে গেল—সুমিত্রার সঙ্গে আমি দেখা করতে চললাম—এভাবে বসে থাকার কোন মানেই হয় না।

অশোক : দরজা ত বন্ধ, যাবি কি করে' ?

অরুণ : দরজা ভেঙে। ছলে বলে কৌশলে—যে ভাবে হোক। সুমিত্রার প্রাণরক্ষার জন্য আমি আমার তুচ্ছ প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।

অশোক : তাতে বড় জোর আদর্শ প্রেমিক হিসেবে ইতিহাসে তোর নামটা থেকে যাবে। লাভ হবে না—

অরুণ : Be serious অশোক। এই মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলতে হবে—যা বলবো তাই শুনে যাবি। [চাপা কণ্ঠে] শুয়ে পড়।

অশোক : পাগল হলি নাকি? আমি শুয়ে পড়লে সুমিত্রা বাঁচবে?

অরুণ : আঃ শম্ভু আসছে!

[অশোক টান হইয়া শুইয়া পড়িল—তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল শম্ভু।]

শম্ভু : এই যে। ভালো আছেন?

অরুণ : এক রকম আছি। দ্যাখো শম্ভু, তোমার প্রভুর যে একবার দর্শন চাই; বড় দরকার ছিল!

শম্ভু : উনি তো সেই ভোরে বেরিয়ে গেছেন।

অরুণ : বটে! সারাদিন বাড়ী নেই? কখন ফিরবেন?

শম্ভু : এই সন্ধ্যে নাগাদ। তা আপনাদের সঙ্গে ওর একবার দেখা হবেই। আপনাদের জন্যেই ওর ভাবনা!

অরুণ : তা কি আর জানি না! আমরাও যে আবার ওর জন্যেই ভাবছি।...এক কাজ করতে পারো শম্ভু—এক কাপ চা খাওয়াতে পারো?

শম্ভু : নিশ্চয়ই, চা'র সঙ্গে আর কিছু?

অরুণ : ওরে বাব্বা রক্ষে করো—এক চকোলেট খেয়েই—

শম্ভু : কবু ত শম্ভুর পুডিং খান নি—উনি খেয়েছিলেন—দেখুন না, কি রকম আনন্দ পাচ্ছেন।

অরুণ : তাই তো দেখছি! তুমি খুব গুণী লোক শম্ভু। তবে তোমার ঐ বিনায়কবাবুটি আরও বড় গুণী। আচ্ছা, আজ ক' তারিখ জানো?

শম্ভু : আজ ১০ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার।

অরুণ : [উল্লসিত] ১০ই সেপ্টেম্বর। যাক্ ঠিক আছে! তুমি তাহলে চা-টা—

শম্ভু : ১০ই সেপ্টেম্বর—কি ঠিক আছে বললেন ?

অরুণ : ও কিছু নয়; আজকেই ওদের আসবার কথা কিনা···সেই রকমই ব্যবস্থা ছিল। যাক, তুমি ততক্ষণ এক কাপ চা—

শম্ভু : [বিচলিত] কাদের আসবার কথা! কোন্ ব্যবস্থার কথা বলছেন ?

অরুণ : এই দ্যাখো। কথাটা বলেই ভুল করেছি। পুলিশ, পুলিশ আসবে—আজ সন্ধ্যের সময় বাড়ী ঘেরাও করবে তারা। কিন্তু শম্ভু, এক কাপ চা পেলে—

শম্ভু : পুলিশ আসবে! কেন ?

অরুণ : কেন আবার ? পুলিশ কেন আসে শুনি ? তারা ত তোমাদের মতই গুণী লোকদের খুঁজে বেড়ায়। জানো না ? তুমি চকোলেট—পুডিং খাইয়ে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখো—এসব তারা জানে না মনে ভেবেছ ? পুলিশের অজানা কিছুই নেই!

শম্ভু : পুলিশ ?

অরুণ : হ্যাঁ গো—পুলিশ। তা এত ঘাবড়াবার কি আছে। বলবে—তোমার চৌদ্দ পুরুষ ও চকোলেট পুডিং এর খবর রাখো না। অবশ্য ওরা তা শুনবে বলে মনে হয় না—

শম্ভু : তবে! [রীতিমত বিচলিত]

অরুণ : আমি ত কিছুই জানতাম না। জেগে উঠে দেখি ঘরে কে ঘুমিয়ে আছে। পকেট হাতড়ে দেখলাম গ্রেপ্তারি পরোয়ানা—

তোমাদের দু'জনের নামে। ও এসেছিল খবরটা আমাকে জানাতে, কিন্তু জানাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে !

শম্ভু : আপনারা কি পুলিশের লোক ?

অরুণ : ঠিক পুলিশের লোক নই, তবে ওদের সঙ্গে একটু আত্মীয়তা আছে। সে যাক্‌গে, ওদের আসবায় এখনো একটু দেরী আছে—যাবার আগে এক কাপ চা দিয়ে যাবে না—

শম্ভু : দুত্তোর চা'য়ের নিকুচি করেছে ! সন্ধ্যের আগেই এর ব্যবস্থা করতে হবে। কি কর্ত্তব্য ?

অরুণ : সে তুমি বোঝ। এ দু'দিন তুমি আমাদের সুখ সুবিধে দেখছো তাই বল্লাম। নইলে আমার কি !

শম্ভু : আমাকে বাঁচান। আমি গরীব মানুষ, টাকার লোভে···

অরুণ : ওসব কথা ছেড়ে দাও। তবে বাঁচাতে তোমাকে পারি···একটি সর্ত্তে···

শম্ভু : কি ?

অরুণ : আমা'র কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। নিজের বুদ্ধি খাটাতে গেলেই···কে ?

[অরুণ জানালার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল]

শম্ভু : কি হয়েছে ? [স্বর কম্পিত]

অরুণ : আর বোধ হয় তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। পুলিশ এসে পড়েছে। তোমার কাছে কোন অস্ত্র নেই ত ?

শম্ভু : [পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া] এই যে···

অরুণ : আমার হাতে দিয়ে দাও, শীগ্‌গীর···তোমার হাতে রিভলবারটা দেখতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। এখন চুপ করে বসে থাকো ঐ চেয়ারে···

শম্ভু : দেখবেন আমার মেয়েটা রয়েছে···আমাকে ধরে নিয়ে গেলে—

[অরুণ উদ্যত রিভলবার হস্তে শম্ভুর দিকে অগ্রসর হইল···গলার স্বর গম্ভীর—]

অরুণ : চুপ করে বসে থাকো শম্ভু—

[শম্ভু চেয়ারে বসিল]

শম্ভু : কিন্তু ওদিকে যে—

অরুণ : ওদিকে কিচ্ছু নেই—আছে তোমার সামনে। তোমার বুদ্ধিটা কিছু মোটা শম্ভু—ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পারছো না—এইবার বুঝবে।

[অশোক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। শম্ভু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিল। অরুণ ইঙ্গিত করিল—অশোক বিছানার চাদরটা তুলিয়া অগ্রসর হইল।]

শম্ভু : আমাকে বাঁধবেন ?

[আর কথা ফুটিল না। অশোক শক্ত করিয়া শম্ভুকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধিল।]

শম্ভু : আমি তবে···কি করবো !

অশোক : কেন, বসে থাকবে ! এইবার তুমিই যে আমাদের অতিথি শম্ভু —ভয় কি !

অরুণ : রিভলবারটা আমার কাছেই থাক, দরকার হতে পারে। আমি ও বাড়ীতে যাচ্ছি···বিনায়কবাবুর আসবার সময় হয়ে এলো···এর মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে···শম্ভুর কাছে তুই থাক···সাবধান ···কিছুতেই যেন পালাতে না পারে···

[চলিয়া গেল। অশোক শম্ভুর কাছে আসিয়া বসিল]

অশোক : তারপর বিখ্যাত চকোলেট নির্ম্মাতা শম্ভু। এইবার!!

[হাসিতে লাগিল…শম্ভু বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মঞ্চ ঘুরিবে।]

—তৃতীয় দৃশ্য—

[তৃতীয় দিন—সন্ধ্যা ৬টা।

মধুকুঞ্জ—বহিঃকক্ষ। মঞ্চ শূন্য—কিছুক্ষণ পর অতি সন্তর্পণে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া অরুণ প্রবেশ করিল। হাতে রিভলবার; অরুণ টেবিলের দিকে অগ্রসর হইবে এমন সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল—চকিতের মধ্যে অরুণ পার্শ্বস্থিত আলমারীর পশ্চাতে আত্ম-গোপন করিল। ঘরে আসিল মিতালি—হাতে কালো রঙের বাঁধানো নোট বই—]

মিতালি : দিদিমণি! দিদিমণি!

[ঘরে কেহ নাই দেখিয়া চঞ্চল পদে মিতালি চলিয়া গেল। অন্য দরজা দিয়া প্রবেশ করিল সুমিত্রা; বিমর্ষ মুখ, ক্লান্ত দৃষ্টি। সুমিত্রা আসিয়া ইজি চেয়ারে গা এলাইয়া দিল। পূর্ব্বোক্ত দরজা দিয়াই মিতালি আসিল!]

মিতালি : দিদিমণি ! তুমি এইখানে ? একটু আগে গেলাম, দেখলাম না তো ? এই ছাখো, কি এনেছি। বাগানে পড়ে ছিল। দাদামণির পকেট থেকে পড়ে গেছে বোধ হয় !

সুমিত্রা : কই দেখি। [নোট বই লইয়া] তোর দাদামণির ডায়েরী—

মিতালি : তাহলে নিশ্চয়ই দরকারী। আমার কাছে দাও…ফিরিয়ে দিয়ে বকশিস চেয়ে নেবো।

সুমিত্রা : আমার কাছেই থাক মিতালি। বকশিস আমিই দেবো।

[পাতা উল্টাইতে উলটাইতে অন্যমনস্কভাবে]

সন্ধ্যে হয়ে গেল—তোর দাদামণি এখনো ফিরলো না! তোর বাবা কোথায় মিতালি ?

মিতালি : অনেকক্ষণ দেখিনি তো !

সুমিত্রা : [হঠাৎ ডায়েরীর দিকে চাহিয়া] ডায়েরীটা নতুন—কিছু লেখা নেই। না—এই যে লেখা আছে [পড়িল] সোমবার—সন্ধ্যা, জগদীশবাবু ; রাত সাতটা—বিশ্বজিৎ ; মঙ্গলবার ভোর, শিবনাথ ; বুধবার সন্ধ্যা, অরুণ ! এর মানে ?

মিতালি : কি হয়েছে দিদিমণি ?

[সুমিত্রা উত্তর না দিয়া পাতা উল্টাইল]

সুমিত্রা : এ কি ! বুধবার রাত নয়টা—আর কিছু লেখা নেই। বুধবার রাত নয়টা ! কি ? কি হবে বুধবার রাত নয়টায় ?

অরুণ : [অন্ধকার কোণ হইতে] তোমার প্রশ্নের উত্তর বোধহয় আমি দিতে পারবো সুমিত্রা !

[সুমিত্রা চমকিয়া চাহিল—অরুণ অগ্রসর হইল।]

সুমিত্রা : কে ? অরুণদা ? কোথা থেকে তুমি এলে এখানে ?

অরুণ : আস্তে! [মিতালীর দিকে চাহিয়া] শম্ভুর মেয়ে?

সুমিত্রা : হ্যাঁ—মিতালি···

অরুণ : মিতালি, তুমি উপরে যাও—

[মিতালি চলিয়া গেল]

অনেক কথা বলবার সময় নেই। তোমাদের বাড়ী থেকে হোটেলে ফিরে যেতে পারি নি। কাল থেকে এখানকার গেষ্ট হাউসে আছি। কড়া পাহারা, কিছু করবার উপায় ছিল না। বিনায়কবাবু ফিরেছেন?

সুমিত্রা : না। কিন্তু এসব কি অরুণদা—আমাকে সব বলো—

অরুণ : বলবার জন্যেই তো এসেছি। ঘটনাগুলো অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছিলাম পান্নালাল নামে একটা লোকের সন্ধানে। সন্ধান পেতে দেরী হোলো না—কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম—যাকে পেয়েছি সে তোমারই স্বামী—

সুমিত্রা : [বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া] তারপর?

অরুণ : তারপর যা ঘটেছে, এখন বলবো না···বলবার সময় নেই। বিয়েটা হঠাৎ হয়ে গেল···বিনায়কের অতীত ইতিহাস কিছুই তুমি জানতে না—তোমার স্বামী বিনায়ক ওরফে পান্নালাল খুনের আসামী—

[সুমিত্রার অস্ফুট আর্ত্তনাদ শোনা গেল]

পান্নালাল পালিয়েছিলো আজ থেকে দু'বছর আগে। কাহিনী এখনো পুরোনো হয় নি—লক্ষ্ণৌ এর বিখ্যাত অভিনেতা ডাক্তার পান্নালাল বোস—স্ত্রী ইন্দীবরা সুন্দরী সৌদামিনী—

[মঞ্চ ঘুরিতে থাকিবে]

—চতুর্থ দৃশ্য—

[ফ্ল্যাশ ব্যাক]—লক্ষ্ণৌ।

রাত্রি দশটা...ডাক্তার পান্নালালের কক্ষ। কথা বলিতে বলিতে বন্ধু শঙ্করলালের সঙ্গে পান্নালাল প্রবেশ করিল।]

শঙ্কর : অভিনয় যা হয়েছে অপূর্ব্ব ; ওথেলোর অভিনয় কত দেখেছি...কিন্তু আজকের তুলনা নেই।

পান্নালাল : এ প্রশংসা সোনিয়ার প্রাপ্য...ডেসডিমোনা অত ভালো না হলে, আমি কিছুই করতে পারতাম না।

শঙ্কর : কিন্তু ওথেলো ডেসডিমোনা...দুজনকেই হারাতে হচ্ছে...এই তো দুঃখ। আর কি ফিরে আসবি না ?

পান্নালাল : না ভাই, আপাততঃ সে সম্ভাবনা নেই...তবে সোনিয়া যদি...

[সোনিয়া প্রবেশ করিল! অভিনেত্রী সোনিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী]

এই যে সোনিয়া ; শঙ্কর জিজ্ঞেস করছিল, আর ফিরবো কিনা!

সোনিয়া : আমি কিন্তু আর ফিরবো না, ইচ্ছে নেই। চা নিয়ে আসি শঙ্করবাবু ?

শঙ্কর : ধন্যবাদ। দরকার নেই, আজ রাত হয়ে গেছে। বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবো না। চলি—Good luck to both of you !

[সোনিয়া ও পান্নালাল হাসিয়া হাত তুলিল...শঙ্কর চলিয়া গেল। ভিতরের দরজা দিয়া শিবনাথ প্রবেশ করিল...]

পান্নালাল : ক'টায় ট্রেন শিবনাথ ?

শিবনাথ : ভোর রাত্রে—চারটায়।

পান্নালাল : চারটায় গাড়ী, তাহলে তো তিনটায় বেরিয়ে পড়তে হবে।

সোনিয়া : আমার গোছানো হয়ে গেছে।

পান্নালাল : তাহলে একটু ঘুমিয়ে নাও তুমি—কি বলো ?

[শিবনাথ অদ্ভুত হাসিয়া চলিয়া গেল]

সোনিয়া : হ্যাঁ, ঘুমোবো। [হাসিয়া] কিন্তু আজকের অভিনয়ে এত tired হয়েছি যে, ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো সময় মতো আর জাগবোই না, তুমি একটু বোসো, আমি আসছি।

[সোনিয়া চলিয়া যাইবামাত্র শিবনাথ আবার আসিল।]

শিবনাথ : ওদিককার কাজ শেষ !

পান্নালাল : কোথায় করলে ?

শিবনাথ : ফুলের বাগানে—রজনী গন্ধার বেদীটার পাশে !

পান্নালাল : এক ঘণ্টার মধ্যে এদিককার কাজও শেষ হয়ে যাবে। কাছে কাছে থেকো—

[শিবনাথের প্রস্থান। পান্নালাল উঠিয়া সিগারেট ধরাইল—ঘড়ির দিকে তাকাইয়া নিজের মনে বলিল—]

এগারোটা দশ—বারোটা বাজবার আগেই—

[সোনিয়া ধীর পদে প্রবেশ করিল]

পান্নালাল : ইউ আর বিউটি ফুল !

সোনিয়া : অভিনয় কচ্ছ না তো ?

পান্নালাল : কেন, অভিনয় কি মিথ্যে ; অভিনয়ের মধ্যে সত্যের রূপ যদি না ফুটে ওঠে—সে তো অভিনয়ই নয় সোনিয়া ! আজ তোমার অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছিল ।

সোনিয়া : তুমি আমার পাশে ছিলে, তাই !

[কিছুক্ষণ নীরবতা—পান্নালাল কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

একটু অভিনয় কর্বে সোনিয়া ?

সোনিয়া : পাগল হলে নাকি ? এতক্ষণ চেঁচিয়ে এসে সাধ মেটেনি বুঝি ?

পান্নালাল : লক্ষ্মীটি, আপত্তি কোরো না । তোমার ষ্টেজের অভিনয় তো সবার জন্যে, আমাকে কি তুমি আনন্দ দেবে না ? দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি ।

[বন্ধ করিয়া কাছে আসিল]

কেউ নেই এখানে, শুধু তুমি আর আমি !

সোনিয়া : বুঝেছি, নিস্তার নেই ! কোন্ জায়গাটা কর্বো বলো ?

পান্নালাল : সেই মৃত্যু দৃশ্যটা ! চট করে হয়ে যাবে ! সিনটা আজ বড় সুন্দর জমেছিল কিন্তু !

[সোনিয়া হাসিয়া পালঙ্কে শয়ন করিল । চক্ষু নিমীলিত । এই সুযোগে পান্নালাল প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা করিয়া লইল । আবহ সঙ্গীত সুরু হইল]

পান্নালাল : Yet I will not shed her blood !

স্নিগ্ধ শুভ্র মল্লিকার মত
দেহবর্ণ তার—
করিব না কলুষিত ।

রক্তপাত ?
—না, না, রক্তপাত কভু
করিব না :
মৃত্যু তার অনিবার্য্য তবু।
Yes, She must die
She must die !
আজ রাত্রে—
ঘন কৃষ্ণ অন্ধকারে—

[সোনিয়া নিদ্রা বিজড়িত কণ্ঠে কহিল]

সোনিয়া : কে ?
পান্নালাল : আমি, ডেসডিমোনা। [কাছে আসিয়া]
কহ মোরে—
আজ রাত্রে প্রার্থনা কি
করিয়াছি তুমি ?
সোনিয়া : প্রার্থনা ? কিসের লাগি ?
কার কাছে প্রিয়তম ?
পান্নালাল : [রূঢ় কণ্ঠে] শোনো কথা—
এ জীবনে কোনো পাপ যদি
করে থাকো
তার লাগি মাগো ক্ষমা
দেবতার কাছে ?
তারপর—মোর হস্তে লহ মৃত্যু।
সোনিয়া : মৃত্যু ? একি প্রিয়তম।
চক্ষু তব আরক্তিম

জ্বলে সেথা হিংসার অনল—
ভীতি বড় জাগিতেছে মনে
মৃত্যু ? কেন প্রভু ?
কি আমার অপরাধ ?

[পান্নালাল অট্টহাসি হাসিল]

পান্নালাল : অপরাধ ?
জানো তুমি তাহা আপনার মনে !
তুমি মিথ্যাময়ী—
বিশ্বাসঘাতিনী !
চাহো মনে ক্যাসিও'র প্রেম,
প্রবঞ্চনা মোর সাথে !
না—না, আর কোন কথা নয়
ক্ষমা চাহো দেবতার কাছে,
তারপর—

সোনিয়া : দয়া করো—
মিথ্যা কথা, মিথ্যা সব
ভাবিয়াছো যাহা
মিথ্যা সন্দেহের বশে
—ক্যাশিওকে নাহি ভালবাসি
তুমি—তুমি শুধু প্রিয়তম মোর !

পান্নালাল : স্তব্ধ হও সর্ব্বনাশী ! [কণ্ঠ রোধ করিয়া]
মৃত্যু ছাড়া নাহি কোনো পথ !

সোনিয়া : আমারে বাঁচিতে দাও

পান্নালাল : নহে, নহে, অসম্ভব তাহা—

[সোনিয়ার কণ্ঠরোধ হইল]

সোনিয়া : একি ? কি কর্চ্ছ তুমি ? পাগল হলে নাকি ? ছেড়ে দাও—
আঃ বড্ড লাগছে—

পান্নালাল : No, No, You must die !

[কণ্ঠের চাপ প্রবলতর হইল]

সোনিয়া : [স্তিমিতকণ্ঠে] আঃ—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, মেরে ফেলছো যে—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও !

পান্নালাল : Too late my sweet Desdimona, it is too late !

[সোনিয়া ঢলিয়া পড়িল···পান্নালাল তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। পান্নালাল রুদ্র মূর্ত্তি ; সে হাঁপাইতেছে। ঘরে ঢুকিল···শিবনাথ···]

শিবনাথ : ঘুমিয়ে পড়েছে !

পান্নালাল : হ্যাঁ, আর জাগবে না !

শিবনাথ : আমি যে ফুলশয্যা করে রেখেছি ! চলুন, শুইয়ে রেখে আসি !

পান্নালাল : গয়না আর টাকাগুলো ?

শিবনাথ : সব গুছিয়েছি, ভাবনা নেই।

পান্নালাল : এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে চাই ; অন্য পথে ট্রেণ ধরতে হবে।

শিবনাথ : হেঁটে যাবেন ? পথে যদি—

পান্নালাল : পুলিশের ভয় করলে একাজে হাত দিতাম না শিবনাথ। আর দেরী নয় ; এসো দু'জনে মিলে—

[সোনিয়ার দিকে চাহিয়া ; পান্নালাল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল]

ছাখো শিবনাথ, সোনিয়াকে ছাখো। So nicely played the role of Desdimona ! কিন্তু শিবনাথ—Shakes-

peare's Othello was a fool ! সে ভেঙ্গে পড়েছিলো কিন্তু পান্নালাল ভেঙ্গে পড়ে নি ; I say, Othello's occupation is not gone—His occupation is not gone !

[দেহ তুলিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল—মঞ্চ ঘুরিয়া গেল]

— পঞ্চম দৃশ্য —

তৃতীয় দিন—সন্ধ্যা ;
পূর্ব্ববর্ত্তী দৃশ্য ঘুরিয়া আসিবে। সুমিত্রা মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। অরুণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া]

অরুণ : এই তোমার স্বামী সুমিত্রা ! নারীর প্রেম তাকে মুগ্ধ করে না, রূপের মোহ তাকে বাঁধতে পারে না। সে শয়তান ! অর্থের লোভে যারা হত্যা করে আনন্দ পায় পান্নালাল তাদেরই দলে। সুমিত্রা, এই নির্জ্জন বাড়ীতে কেন সে তোমাকে এনেছে ; এইবার বুঝতে পেরেছ ?

[সুমিত্রা ধীরে ধীরে মুখ তুলিল]

সুমিত্রা : আমাকে তুমি বাঁচাও অরুণদা। আমি ভুল করেছি, ফেরবার পথ নেই। কিন্তু এমন অপঘাত মৃত্যু ! এই মৃত্যুপুরী থেকে আমাকে নিয়ে চলো !

অরুণ : নিয়ে যাবো এই জন্তেই তো এসেছি সুমিত্রা। এখনো তিন ঘণ্টা সময় রয়েছে।

সুমিত্রা : কিসের সময় ?

অরুণ : ডায়েরীর লেখা ভুলে গেলে ? বুধবার রাত নয়টা! পান্নালাল কথা রাখে; এসব জঘন্য কাজেও তার আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা। [নীরবতা] কিন্তু দেরী করবার সময় নেই। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

সুমিত্রা : না না, যেয়ো না, আমাকে একা ফেলে যেয়ো না—

অরুণ : বিপদে অধীর হতে নেই সুমিত্রা। আমি যাচ্ছি, কাছাকাছি কোন থানা নেই, অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে; সব ব্যবস্থা করে আমি আটটার মধ্যেই ফিরে আসবো; তুমি ওপরে যাও।

সুমিত্রা : ও যদি এক্ষুণি ফিরে আসে !

অরুণ : আসবে বই কি! মুখে হাসি এনে অভ্যর্থনা করবে—ওকে বুঝতে দিও না যে তুমি ভয় পেয়েছ বা সন্দেহ করেছ!

সুমিত্রা : বাড়ী আর আসবাবপত্রের নাম করে আমার সব টাকা আত্মসাৎ করেছে; এখন আনতে গেছে আমার গয়নার বাক্স! আমি কেন এমন ভুল করলাম অরুণদা ?

অরুণ : আক্ষেপ করবার সময় নেই; ওপরে যাও—

[সুমিত্রা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, অরুণ পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিল; তারপর টেবিলের কাছে সরিয়া আসিল··· ডায়েরীটা তখনও পড়িয়াছিল। উঠাইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। মিতালি ঘরে ঢুকিল···অরুণ রিভলবার পকেটে রাখিল।]

অরুণ : মিতালি !

[মিতালি কাছে আসিল]

তোমার দিদিমণি ওপরে গেছেন ?

মিতালি : হ্যাঁ, এইমাত্র শোবার ঘরে গেলেন !

অরুণ : তুমি কোথায় যাচ্ছো ?

মিতালি : অনেকক্ষণ দেখিনি বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি কে ? আপনাকে ত—

অরুণ : ও সব কথা থাক। তোমার বাবা কোথায় আমি জানি। শুনবে ? কাছে এসো !

[মিতালি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল]

থাক, এসোনা তবে। যেখানে যাচ্ছিলে যাও।

[হঠাৎ দেখা গেল খোলা দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াছে বিনায়ক ; হাতে উদ্যত রিভলবার মুখে ক্রুর হাসি।]

বিনায়ক : এই যে—'চিরদিন মাধব মন্দির মোর !' আমার অনুপস্থিতিতে নাটকখানি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। [অরুণ পকেট স্পর্শ করিতেই] না, না পকেটে হাত হাত দেবেন না ; অনর্থ হয়ে যাবে।

[অরুণ শুব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। বিনায়ক কাছে আসিল।]

নিভৃত নিকুঞ্জে গোপনে দেখা করতে এসেছিলেন ; সুমিত্রাকে খুবই ভালো বাসতেন, নয় ?

অরুণ : সুমিত্রা !

বিনায়ক : হ্যাঁ, আমার স্ত্রী !

অরুণ : আপনার স্ত্রী! [হাসিল] কিন্তু দেখুন আপনার হাতে পিস্তল দেখে মিতালি অবাক হয়ে গেছে। মিতালি তুমি ভেতরে যাও, ওঁর সঙ্গে আমার কথা আছে!

[মিতালি যাইতেছিল; বিনায়ক ডাকিল]

বিনায়ক : ওপরে নয়; এখন ভেতরে যাওয়া চলবে না! নিজের ঘরে যাও মিতালি।

[মিতালি ফিরিল; বাইরের দিকে যাইতেই—]

অরুণ : বাইরে যাচ্ছ? দেউড়ীতে যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে বলে দিও মিতালি, আমার আসতে একটু দেরী হবে।

বিনায়ক : আমার নরক থেকে জীবিত আপনি যেতে পারবেন না। কিন্তু কার কথা বলছেন? কে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে?

অরুণ : শম্ভু; আপনার বিশ্বস্ত সহচর। তার দয়াতেই ত এখানে আসতে পেরেছি। মিতালি তোমার বাবাকে বোলো—

বিনায়ক : না, বলবে না! এ ঘর থেকে এক পা নোড়ো না মিতালি!

[মিতালি ছুটিয়া অরুণের কাছে আসিল]

মিতালি : বাবা! কোথায় বলুন আমি বাবার কাছে যাবো।

বিনায়ক : মিতালি!

মিতালি : এ সব কি হচ্ছে, বলুন তো। আপনাকে কোন দিন দেখিনি এখানে এলেন কেন আপনি? দাদাবাবুর হাতেই বা পিস্তল কেন?

অরুণ : উনি গুলি করে আমাকে মারবেন তাই পিস্তল বাগিয়ে এসেছেন, দেখতে পাচ্ছো না? [হঠাৎ দুই হাতে মিতালিকে তুলিয়া লইয়া

নিজেকে আড়াল করিল; তারপর গম্ভীর ভাবে] এইবার গুলি করুন বিনায়কবাবু, আমি প্রস্তুত।

['ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন,' বলিয়া মিতালি চীৎকার করিতে লাগিল···বিনায়ক হিংস্র চোখে চাহিয়া রহিল।]

বিনায়ক : অরুণবাবু মিতালির যদি মৃত্যু হয় তার দায়িত্ব—

অরুণ : আপনার!

[অরুণ পেছনে দরজার দিকে হটিতে লাগিল। হঠাৎ বাহিরে গুলির শব্দ হইল।]

বিনায়ক : বিশ্বজিৎ! বিশ্বজিৎ!

[বিশ্বজিত প্রবেশ করিয়া অরুণের পেছনে আসিয়া দাঁড়াইল। অসহায় অরুণ মিতালিকে নামাইয়া রাখিল: মিতালি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

বিনায়ক : কি হয়েছে বিশ্বজিৎ? কে গুলি করলে?

বিশ্বজিৎ : আমি! গেষ্ট হাউস থেকে আপনার অতিথি পালিয়ে যাচ্ছিল—

অরুণ : অশোক! অশোক খুন হয়েছে?

বিশ্বজিৎ : বাধা দিলে আপনারও ওই দশাই হবে—

বিনায়ক : হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না। ওকে নিয়ে যাও বিশ্বজিৎ—বন্ধুর কাছে পৌঁছে দাও!

বিশ্বজিৎ : আসুন!

[অরুণ বিশ্বজিৎকে অনুসরণ করিল। ভিতরের দরজা দিয়া উঁকি দিল শিবনাথ।]

শিবনাথ : এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত···কি বলেন?

বিনায়ক : [চমকিয়া] কে? শিবনাথ! কখন এলে? কোথায় ছিলে এতক্ষণ!

শিবনাথ : এসেছি একটু আগে। আপনার কাছে কাছেই তো আছি। আজ কি আর দূরে যেতে পারি? উৎসব যে সুরু হয়ে গেছে। [হাসিয়া] আপনি না ডাকলেও আমি এসেছি...আর এসেছে সোনিয়া—

বিনায়ক : (চমকিত) সোনিয়া!

শিবনাথ : আসবার কথা ছিল যে মনে নেই? আপনার ডার্করুমে বসে আছে। একবার দেখবেন না? 'বহু দিন পরে বঁধুয়া এলো'—! শুধু চোখের দেখা...

[দ্বিতীয়বার গুলির শব্দ শোনা গেল]

যাঃ পাখী মরে গেল।

বিনায়ক : গুলির শব্দে সুমিত্রা নীচে চলে আসতে পারে। শিবনাথ, সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে এসো।

শিবনাথ : অন্ধকারের দরজা খুলে গেছে স্যর। ঐ যে!

[এই সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল; দূর হইতে কার আর্ত্ত ক্রন্দন ভাসিয়া আসিল... ক্রমে স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট। কণ্ঠ সোনিয়ার। বিনায়ক ত্রস্তচক্ষে চারিদিকে চাহিতে লাগিল...তাহার অর্দ্ধস্ফুট কথা শোনা গেল...

বিনায়ক : কে কাঁদে? কে কাঁদে—শিবনাথ! শুনতে পাচ্ছো?

শিবনাথ : হ্যাঁ, চিনতেও পেরেছি। অন্ধকারার বন্দিনী সোনিয়া।

[কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—ওগো আমায় ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও!]

বিনায়ক : কাঁদছে ! কঙ্কাল ! ঐ, ঐ যে আমি আর শুনতে পাচ্ছি না—
[রুদ্ধকণ্ঠে] Desdimona Praying to Othello…সেই প্রাণ ভিক্ষা—বেঁচে থাকবার জন্য সেই অন্তিম আকুতি·· ঝড়ের মুখে কম্পমান ভীরু প্রদীপ শিখা ! [হঠাৎ আত্মস্থ] না, এ অসম্ভব··· অসম্ভব শিবনাথ—

[কান্না স্তিমিত হইয়া আসিল]

যাক্·· থেমে গেছে !

[কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। বিশ্বজিতের প্রবেশ—অত্যন্ত উত্তেজিত।]

বিশ্বজিৎ : গেষ্ট হাউসে কেউ নেই। শম্ভু মিতালিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বিনায়ক : পালিয়েছে ! শম্ভু ?

শিবনাথ : ভয় পেয়েছে !

বিনায়ক : এর জন্যে তুমি দায়ী বিশ্বজিৎ। তোমার সঙ্গে কথা কথা ছিল—

বিশ্বজিৎ : জানি। কিন্তু দু'জনকে হত্যা করতে হবে, এমন কথা বোধ হয় ছিল না—

বিনায়ক : নিশ্চয়ই···আমি এজন্য কৃতজ্ঞ বিশ্বজিৎ। আমি জানি ওরা কথা বলবে না···ওদের মুখ তুমিই বন্ধ করে দিয়েছ !

শিবনাথ : কিছু বলা যায়না, কিছু বলা যায় না। কঙ্কালের কণ্ঠে যদি কান্না জেগে ওঠে—অতৃপ্ত জীবন-তৃষ্ণার তীব্র জ্বালায় যদি ডার্করুমের অন্ধকার চকিত হয়ে ওঠে···যদি—

বিনায়ক : কি বলছো শিবনাথ ?

শিবনাথ : বলছিলাম—সোনিয়া আপনাকে ভোলে নি !

[শিবনাথ হাসিয়া উঠিল ; বিনায়ক ত্রস্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়িল—]

বিনায়ক : Don't speak Nonsense ! আমি এ সব বিশ্বাস করি না ; এ সব চিন্তাতপ্ত মস্তিষ্কের প্রতিক্রিয়া মাত্র ! কঙ্কালের প্রেম ! [হাসিয়া উঠিল] শিবনাথ, এক ঘণ্টার মধ্যে যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। সাড়ে আটটা বেজে গেছে। শম্ভু পালিয়েছে ; আর বসে থাকবার সময় নেই। [অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাহিয়া] এ নাটকের শেষ দৃশ্যটা এখনো বাকী···That tragic exit of the heroine !

[মঞ্চ ঘুরিবে]

— ষষ্ঠ দৃশ্য —

[সুমিত্রার শয়ন কক্ষ—সুমিত্রা উদ্‌ভ্রান্তের মত বিছানার উপর বসিয়াছিল ; পেছন দিক হইতে বিনায়ক প্রবেশ করিল—হাতে একটি কুঠার।]

বিনায়ক : মিত্রা !

[সুমিত্রা ফিরিয়া চাহিয়াই আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল]

চমকে উঠলে যে ! ভয় পেয়েছ ? এই কুড়লটা কিনেছি ফুল-বাগানের কাজের জন্যে। ভালো হয়েছে ?

সুমিত্রা : হ্যাঁ !

বিনায়ক : [কুঠার রাখিয়া দিল] এতক্ষণ কি কচ্ছিলে ? একা একা খুব খারাপ লাগছিল, নয় কি ?

সুমিত্রা : হ্যাঁ!

বিনায়ক : সন্ধ্যার পরই ফিরেছি ; নীচে একটু কাজ ছিল।···কিন্তু কী হয়েছে তোমার বলতো ?

সুমিত্রা : কিচ্ছু হয় নি।

বিনায়ক : তবে ? একদিনেই এই পরিবর্ত্তন ?

[সুমিত্রা ধীরে ধীরে কাছে আসিল]

সুমিত্রা : ক'টা লোক মরলো ? এত গুলি কে ছোড়ে বলতে পারো ? মৃত্যুপুরীতে আজ মরণের উৎসব সুরু হয়েছে···অন্ধকারের বুক চিরে কার কান্না ভেসে আসছে ! বলো···বলো তুমি, এ সব কি ?

বিনায়ক : এ সব ভীরু মনের উদ্ভট কল্পনা। কিন্তু ও সব কথা থাক। তোমার সঙ্গে একটু কাজ আছে, আমি আসছি···

[বিনায়ক চলিয়া গেল [

সুমিত্রা : রাত পৌনে নয়টা। আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। না···না, আমাকে পালাতে হবে, আমি পালাবো। যেদিকে দু'চোখ যায় আমি চলে যাবো, এখানে আর নয়···

[ছুটিয়া দরজার কাছে গেল ; দরজা আপনি খুলিয়া গেল ; সুমিত্রা দেখিল— শিবনাথ মুখ বাড়াইয়া হাসিতেছে···

সুমিত্রা : আপনি ? আপনি এখানে কেন ?

শিবনাথ : আমি ঠিক সময় ঠিক জায়গাতেই আছি সুমিত্রা দেবী। ভয় কি ? আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব দুঃখের অবসান হয়ে যাবে···হবে সব সংশয়ের সমাধান !

[দরজা বন্ধ হইয়া গেল। সুমিত্রা অভিভূতের মত বলিতে লাগিল]

সুমিত্রা : চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি—তবু বাঁচতে হবে আমাকে। কিন্তু বাঁচবার পথ! কোথায় বাঁচবার পথ?

[ছুটিয়া আর একটি দরজার দিকে অগ্রসর হইল—দরজা খুলিতেই বিনায়কের মূর্ত্তি দেখা গেল। প্রবেশ করিয়া বিনায়ক কহিল—]

বিনায়ক : কোথায় যাচ্ছিলে দরজা খুলে?

সুমিত্রা : বাগানে।

বিনায়ক : এই রাত্রে! কেন?

সুমিত্রা : মাথা ধরেছে—খোলা হাওয়ায় যাবো।

বিনায়ক : বেশ, চলো···আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

সুমিত্রা : তুমি যাবে! কেন?

বিনায়ক : ক্ষতি কি? তুমি অসুস্থ, আমি কি তোমায় একা ছেড়ে দিতে পারি?

সুমিত্রা : কিন্তু আমি একলা থাকতে চাই। বেশ, আমি যাবো না।

বিনায়ক : তাই ভালো। তার চেয়ে বরং শুয়ে থাকো। আমি ওঘর থেকে অডিকোলনের শিশিটা নিয়ে আসছি।

[বিনায়ক চলিয়া গেল। সুমিত্রাকে দেখিয়া মনে হইল যেন সে সাহস সঞ্চয় করিতেছে; চক্ষে দৃঢ় সঙ্কল্প ফুটিয়া উঠিতেছে—]

সুমিত্রা : না—না, আমি যে সব জেনেছি, ওকে তা জানতে দেওয়া চলবে না। জীবনের চরম সঙ্কটে অধীর হয়ে লাভ নেই, অধীর হবো না—

[বিনায়ক প্রবেশ করিল—হাতে শিশি। সুমিত্রা কথা কহিল, কণ্ঠ স্বাভাবিক।]

ওটা আবার আনতে গেলে কেন ? এমনিই সেরে যাবে।

বিনায়ক : That's like a good girl ! সেরে গেলেই ভালো। [হাসিয়া] ভালো কথা, ও বাড়ীতে তোমার যে ফটো তুলেছিলাম—ওটার কাজ আজ শেষ করে ফেলি দু'জনে মিলে। কি বলো ?

সুমিত্রা : তুমিই যা পারো করো ; আমার আর ওতে উৎসাহ নেই—

বিনায়ক : সেকি ? তুমিই ত বলেছিলে—

সুমিত্রা : বলে'ছিলাম। কিন্তু আজ আমি বড় ক্লান্ত—

বিনায়ক : বেশী সময় তো নেবো না। তা ছাড়া, কাজের সঙ্গে সঙ্গে দেখবে আর একটুও ক্লান্তি থাকবে না। সব ক্লান্তি—

[সুমিত্রা চমকিয়া চাহিল—সামলাইয়া লইয়া কহিল]

সুমিত্রা : আচ্ছা সে দেখা যাবে।

[কাছে আসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে]

তুমি ত কিছু খাওনি ! একটু কোকো খাবে ? এনে দিই ?

বিনায়ক : নিশ্চয়। কিন্তু চট্ করে—দেরী কোরো না।

[সুমিত্রা চলিয়া গেল। বিনায়ক ঘড়ি দেখিল। তারপর চেয়ারে বসিয়া একটা বই উল্টাইতে লাগিল—কিছুক্ষণ পর কোকো হাতে ঘরে ঢুকিল সুমিত্রা।]

সুমিত্রা : এই নাও !

বিনায়ক : আর তিন মিনিট। কই দাও !

[কাপে চুমুক দিল]

সুমিত্রা : আর তিন মিনিট কি ?

বিনায়ক : নয়টায় উঠবো—[কাপে চুমুক দিল] কিন্তু তুমি আজ কোকো মন দিয়ে তৈরী করো নি। তেতো লাগছে।

সুমিত্রা : তাহলে আর এক কাপ করে নিয়ে আসি ?

বিনায়ক : না থাক—

[বিনায়ক খাইতে খাইতে বই পড়িতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বই ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল]

এইবার চলো সময় হয়েছে—

সুমিত্রা : কোথায় যাবে ?

বিনায়ক : [অদ্ভুত হাসি হাসিয়া] ডার্করুম !

সুমিত্রা : আজ থাক না। সত্যি বলছি আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।

বিনায়ক : আমার সঙ্গে চলো, কাজের পর দেখবে চমৎকার ঘুম হবে।

সুমিত্রা : একটু পরে গেলে হয় না ?

বিনায়ক : [গম্ভীর কণ্ঠে] না। তা হয় না। এর জন্যে রাত নয়টা নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে, আমি নিয়ম নিষ্ঠার পক্ষপাতী। আর দেরী করবো না। চল মিত্রা !

[সুমিত্রা কথা কহিল না, চেয়ারে বসিয়া রহিল—বিনায়ক আসিয়া তাহার কাঁধে হাত দিল।]

চলো—না গেলে জোর করে নিয়ে যাবো !

[বিনায়কের মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইতেছে··· হাত মুষ্টিবদ্ধ, চক্ষু আরক্তিম, কণ্ঠ তীক্ষ্ণ। সুমিত্রা দৃঢ় কণ্ঠে কহিল]

সুমিত্রা : আমি যাবো না !

বিনায়ক : যাবে না! [হাত ধরিয়া] ওঠো—ওঠো বলছি!

সুমিত্রা : হাত ছেড়ে দাও!

বিনায়ক : না—ছাড়বো না। একটি কথা না বলে চলে এসো!

সুমিত্রা : আঃ—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি—তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও!

[সুমিত্রার আর্ত কণ্ঠের সঙ্গে হঠাৎ সোনিয়ার কণ্ঠ মিশিয়া গেল। সোনিয়া কাঁদিতেছে।]

সোনিয়ার কণ্ঠ : ওগো ছেড়ে দাও, বড্ড লাগছে, পায়ে পড়ি তোমার ছেড়ে দাও…

[বিনায়ক তীব্র বেগে চারিদিকে তাকাইল। হিংস্র ও ভয়ার্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল]

বিনায়ক : আবার! সোনিয়া কাঁদছে! শুনতে পাচ্ছো?

সুমিত্রা : কে? কে সোনিয়া?

বিনায়ক : তুমি বুঝবে না, জানতে চেয়ো না? একি, কান্নায় যে ঘরের বাতাস বিষিয়ে উঠলো। একটু—একটু দাঁড়াও!

[কান্নার বেগ স্তিমিত। বিনায়ক কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল]

যাক্ থেমে গেছে। দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা! সব মিথ্যে! এবার চলো। আমাকে বলপ্রয়োগে বাধ্য করো না। তোমাকে আমি নিয়ে যাবই—

[বিনায়ক ধরিতে আসিল—সুমিত্রা উঠিয়া দূরে সরিয়া গেল]

সুমিত্রা : আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি—! কিছুতেই না—

বিনায়ক : কেন ?

সুমিত্রা : কোকোটা তেতে লেগেছিলো, বলছিলে না ?

বিনায়ক : বলেছিলাম !

সুমিত্রা : কোকোতে আমি বিষ মিশিয়েছি !

[বিনায়কের দৃষ্টি ভীষণতর হইল]

বিনায়ক : কোকোতে বিষ দিয়েছ তুমি ?

সুমিত্রা : হ্যাঁ, তোমারই বিখ্যাত হায়োসিন।

বিনায়ক : হায়োসিন ! কোথায় পেলে তুমি ?

সুমিত্রা : পরশু রাত্রে ও বাড়ীতে দেখিয়েছিল মনে নেই ; ফাইল থেকে খানিকটা চুরি করে রেখেছিলাম—

[বিনায়ক টলিতেছে]

বিনায়ক : বিষ দিয়েছ ! তাইতো কি রকম যেন···একি মৃত্যুর লক্ষণ সব ফুটে উঠছে—! ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে—অসাড় হয়ে আসছে—কণ্ঠ স্তিমিত হয়ে···না না, এ হতে পারে না, হতে পারে না—

[অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিল]

সুমিত্রা : আমার দিকে আর এগিওনা তুমি ! বিষের কাজ সুরু হয়ে গেছে, একটু পরেই আর নড়তে পারবে না। আঃ—বোসো তুমি, নইলে পড়ে যাবে—

[বিনায়ক অগ্রসর হইল। ধাক্কায় একটি চেয়ার উল্টাইয়া গেল—সুমিত্রা আর একদিকে সরিয়া গেল। বিনায়ক চীৎকার করিয়া উঠিল।]

বিনায়ক : শয়তানি। তোকে শেষ না করে আমি মরবো না—I shall kill you little devil—I shall tear you to pieces—I shall gag you to death !

[ঘরে ঢুকিল বিশ্বজিৎ। বিনায়ক টেবিলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছে—]

কে ? বিশ্বজিৎ ? shoot her—kill her !

[বিশ্বজিৎ নীরব]

আঃ দেরী কোরো না বিশ্বজিৎ—

বিশ্বজিৎ : আমি বিশ্বজিৎ নই পান্নালাল ! লক্ষ্ণৌ গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা চন্দ্রশেখর !

বিনায়ক : চন্দ্রশেখর ! তুমি বিশ্বজিৎ নও ?

বিশ্বজিৎ : পান্নালাল অভিনেতা, অভিনয় করেই তাকে বশ করতে হয়েছে। আমার সহকারী অশোক আর অরুণ—

বিনায়ক : তারা তবে বেঁচে আছে—মরে নি ?

বিশ্বজিৎ : না। Blank fire করেছিলাম।

বিনায়ক : You wretched traitor ! Unfaithfull dog !

[বিশ্বজিৎ হাসিল]

বিশ্বজিৎ : I don't deserve that please ! আমি এ বাড়ীর প্রহরী মাত্র—সে কাজ আমি করেছি, কাউকে পালাতে দিই নি, শম্ভুকে না, তোমাকেও না। I have guarded you all through !

[অশোক দ্রুত প্রবেশ করিল]

অশোক : পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করেছে স্যর !

বিশ্বজিৎ : এবার তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে হবে পান্নালাল—

বিনায়ক—না, আমি আত্মসমর্পণ করবো না। আমি বিষ খেয়েছি—সুমিত্রা নিজের হাতে বিষ দিয়েছে!

বিশ্বজিৎ: বিষ? [সুমিত্রাকে] বিষ দিয়েছেন আপনি!

সুমিত্রা: আমার আর কোন উপায় ছিল না।

[বিনায়ক হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল]

বিনায়ক ‘ না—না—না, নারীর হাতে মৃত্যু—এ আমি মেনে নেবো না! I shall live—I shall not die!

[সোজা হইয়া দাঁড়াইতে গিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল—অরুণ প্রবেশ করিল]

অরুণ—সুমিত্রা! Thank God! You are safe! কিন্তু স্যর, শিবনাথ কোথায়? তাকে ত দেখছি না—

বিশ্বজিৎ: এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না।

[বিনায়ক অরুণের দিকে মুখ তুলিল—কণ্ঠ দুর্ব্বল]

বিনায়ক: আমার প্রথম দিনের আততায়ী। চিনেছিলাম, কিন্তু কিছুই হোলো না—

বিশ্বজিৎ: শিবনাথ আত্মসমর্পণ করেছে পান্নালাল!

[বীভৎস কণ্ঠে হাসিয়া]

বিনায়ক: ঠিক করেছে শিবনাথ। কিন্তু আমার কি হোলো? অমিয়া সাগরে সিনান করিতে [অদ্ভুত হাসি হাসিয়া]
সকলি গরল ভেল!

[সহসা সোনিয়ার কান্না ভাসিয়া আসিল; উচ্চকিত বিনায়ক জাগিয়া পড়িল]

ঐ—ঐ যে—The Queen of the dark chamber calls me! সোনিয়া ডাকছে—সোনিয়া কাঁদছে—আর দেরী নেই আমি যাচ্ছি!—

[বিনায়ক ঢলিয়া পড়িল ; সুমিত্রা ছুটিয়া কাছে আসিল, তাহার চক্ষে অশ্রুধারা। বিশ্বজিৎ পরীক্ষা করিল—]

বিশ্বজিৎ : আপনি বিষ দিয়েছিলেন ?

সুমিত্রা : [ভগ্ন কণ্ঠে] না, উপায় না দেখে মিথ্যে বলেছিলাম। বিশ্বাস করুন, আমি নিজেকেই বাঁচাতে চেয়েছিলাম। ওঁর মৃত্যু আমি চাই নি, তবে কোন পাপে আমার এ প্রায়শ্চিত্ত ? আমার ভাগ্য ওঁর সঙ্গে এমন করে জড়িয়ে গেল কেন ?

বিশ্বজিৎ : তবে এ মৃত্যুর কারণ ?

[শিবনাথের প্রবেশ]

শিবনাথ : এ মৃত্যু নয়, এ হত্যা। দু'টি খুনের পর তীব্র মানসিক উত্তেজনার মধ্যে বিষের suggestion—তার ওপর মৃত্যুর ওপার থেকে সোনিয়ার আর্তকণ্ঠ।

বিশ্বজিৎ : সোনিয়া ?

শিবনাথ : না। সোনিয়ার কঙ্কাল। অন্ততঃ পান্নালাল তাই জানতো ; কিন্তু এই-ই ছিলো তার মরণ ফাঁদ—An electric victrolla ! পান্নালালের ডার্করুম-এ আজ সন্ধ্যে থেকেই সেই কান্নার রেকর্ড বেজেছে। সবাই শুনেছে ; কিন্তু পাপীর উৎপীড়িত বিবেককে আচ্ছন্ন করে জেগে উঠেছে সোনিয়ার মৃত্যুকালীন কান্না। সইতে পারে নি। আমাকে বঞ্চিত করে গুলি করে মারতে চেয়েছিল

পান্নালাল—তার জবাব আমি দিয়েছি। আমার আর কোনো দুঃখ নেই। আমি প্রস্তুত।

[বিশ্বজিৎ ইঙ্গিত করিতেই অরুণ ও অশোক শিবনাথের দুই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল]

শিবনাথ : নমস্কার বৌদি। প্রথম দিন থেকেই আপনি আমাকে ভেবেছিলেন শত্রু—কিন্তু আজ সন্ধ্যের পর থেকে এই নির্জ্জন মৃত্যুপুরীতে আমিই ছিলাম আপনার একমাত্র বন্ধু—

[সুমিত্রা অশ্রুসিক্ত মুখ তুলিল; কিছুই বলিল না।]

বিশ্বজিৎ : আর সেই জন্যেই তো আমি ছিলাম নিশ্চিন্ত। আমি ছিলাম বাইরে, তুমি ছিলে অন্তঃপুরে সুমিত্রা দেবীর পাশে। তোমার সাহায্যের কথা আমি ভুলবো না শিবনাথ। পুলিশ ইন্সপেক্টরকে সংবাদ দাও অরুণ; এই করুণ নাটকের যবনিকা এইখানেই পড়ুক

[বিশ্বজিৎ সাদা চাদরে বিনায়কের দেহ ঢাকিয়া দিলেন।]

—যবনিকা—